Contents

কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?

WHY THE WEST IS COMING BACK TO ISLAM?

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ
হামিদুল ইসলাম সোহেল
বি. এ. (অনার্স) ইংরেজি (৩য় বর্ষ)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পিস পাবলিকেশন–ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?

WHY THE WEST IS COMING BACK TO ISLAM

ডা. জাকির নায়েক

প্রকাশক
মোঃ রফিকুল ইসলাম
সম্পাদক ঃ কারেন্ট নিউজ

প্রকাশনায়
পিস পাবলিকেশন
৪/৫ প্যারি দাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন ০১৭১৫৭৬৮২০৯

পরিবেশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০।

প্রকাশকাল
জুন ২০০৮

দ্বিতীয় সংস্করণ
এপ্রিল ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
মাহফুজ কম্পিউটার

ISBN : 984-70256-17

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা।

WHY THE WEST IS COMING BACK TO ISLAM : Dr. Zakir Naik
Translated By Md. Hamidul Islam Sohel
Published By Md. Rafiqul Islam,
Peace Publication, Dhaka.

Price : Tk. 50.00

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও ইসলাম প্রচারক ডা. জাকির নায়েকের "Why the west is coming back to Islam?" বইটি অনুবাদ করতে পেরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামাদু লিল্লাহ। বইটি অনুবাদের ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থের চেয়ে ভাবার্থের প্রতিই বেশি গুরুত্ব দিয়েছি যেন লেখক যা বুঝাতে চেয়েছেন, পাঠক তা সহজে বুঝতে পারেন।

বর্তমান বিশ্বের প্রধান ধর্ম হল ইসলাম। পৃথিবীর এমন কোন স্থান নেই, যেখানে মুসলমান নেই। দীর্ঘদিন ঘুমিয়ে থাকা মুসলমানরা যেমন তাদের অলস নিঁদ ভেঙ্গে দায়িত্ব সচেতন হচ্ছে, ঠিক তেমনি অমুসলিমরাও আগ্রহী হচ্ছেন ইসলামের দিকে। বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের বস্তুবাদী মানুষগুলো মানব রচিত মতবাদের মেকি মরিচীকার পিছনে দৌড়ে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে আবার ফিরছে ইসলামের ছায়ায়, পান করছে ঝর্ণাধারা।

বর্তমান বইয়ে তিনি পশ্চিমাদের এ প্রত্যাবর্তনের কারণগুলো যৌক্তিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আশা করি ইসলাম প্রচারের পথে যারা চির অক্লান্ত, তাদের রসদ হবে বইটি। আর তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন।

০১-০৬-২০০৮

হামিদুল ইসলাম সোহেল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

অনেকদিন থেকে মনের গভীরে দুটো ইচ্ছে পোষণ করে আসছিলাম; কিন্তু তা পূরণ করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। একটি ইচ্ছে ছিল কোলকাতার ২০০৮ বইমেলায় যাওয়া, আর দ্বিতীয় ইচ্ছে ছিল মুম্বাই গিয়ে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাৎ করা। আল্লাহর মেহেরবাণীতে অবশেষে কোলকাতা যাওয়ার একটা সুযোগ হলো; কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি এ যাত্রায় পূরণ করা গেল না।

অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমতে ০৩-১২-২০০৮ তারিখে হজ্ব পালন অবস্থায় কাবা ঘরের চত্বরে জমজম টাওয়ারে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি পূরণ হয়।

কোলকাতা বইমেলা–২০০৮ এ আসতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে হলো। মনে হলো আরো আগেই মেলায় আসা উচিত ছিল। অনেক তারকাসমৃদ্ধ বইয়ের মাঝে ডা. জাকির নায়েকের বেশ ক'টি বইও দেখলাম জ্বলজ্বল করছে। তবে সব বই-ই ইংরেজি ভাষায়। ভাবলাম জাকির নায়েকের সাথে তো আর এ যাত্রায় দেখা করা সম্ভব হলো না। তাঁর কিছু বই বাংলাদেশে নিয়ে যাই এবং সেগুলো বাংলায় ভাষান্তর করে আমাদের দেশের পাঠকদের হাতে পৌঁছিয়ে দেই। তাঁর সম্পর্কে, তাঁর মেধা ও যোগ্যতা এবং দ্বীনী দাওয়াতের কৌশল সম্পর্কে আমার দেশের জনগণকে অবহিত করতে পারলে এবং এতে করে যদি কিছুলোকও দ্বীনের পথে এগিয়ে আসে, তাহলে এটাই আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যেতে পারে।

বাংলা ভাষায় ইতোমধ্যে ডা. জাকির নায়েকের দু'চারটা বই অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়েছে। তবে প্রকাশকরা বইগুলোর অনুবাদে যথাযথ মান রক্ষা করতে সক্ষম হন নি। সে যাই হোক, ডা. জাকির নায়েকের বইগুলোর ব্যাপক প্রচার আবশ্যক। তবে যারাই তাঁর বইগুলো প্রকাশ করেন তারা যেন তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি বজায় রাখতে প্রয়াসী হন, সেটাই কাম্য।

তারপর যে কথাটি না বললেই নয়, পিস পাবলিকেশন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনো নবীন। মানুষ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। তদুপরি বিভিন্ন সংকট-সমস্যার কারণে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ আমরা এটাকে স্বাগত জানাব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেবো। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে দ্বীনী দাওয়াতের কাজের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি কামনা করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে নাজাতের আশা রেখে শেষ করছি।

২৫-০৪-২০০৮ – প্রকাশক

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক-এর জীবনী

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক ১৯৬৫ সালের ১৫ অক্টোবর ভারতের মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে পেশায় একজন ডাক্তার হলেও ১৯৯১ সাল থেকে তিনি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করার ফলে চিকিৎসা পেশা থেকে অব্যাহতি নেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে বৈজ্ঞানিক, গঠনমূলক যুক্তি ও অন্যান্য প্রমাণাদির মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হন। এ সময়ে ইসলামের দাওয়াতের পাশাপাশি অমুসলিম ও অসচেতন মুসলিম বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্য থেকে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস দূরীকরণার্থে ভারতের মুম্বাইয়ে তিনি 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' (আই.আর.এফ) নামক এক দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপরে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তথ্যাবলি ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে রয়েছে। পরবর্তীতে তাঁরই উদ্যোগে আই.আর.এফ 'এডুকেশনাল ট্রাস্ট' ও 'ইসলামিক ডিমেনসন' নামক দুটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। এজন্য আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক (বিশেষত তাদের নিজস্ব টিভি নেটওয়ার্ক 'Peace TV', ইন্টারনেট এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের কাছে এটি ইসলামের প্রকৃত রূপকে উপস্থাপনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গৌরবান্বিত আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের পাশাপাশি মানবীয় কারণ, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সাপেক্ষে এটি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের বোধগম্যতা ও ইসলামের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করে।

ডা. জাকির মূলত ইসলামের দাঈ'র অনন্য দৃষ্টান্ত। 'ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন' গঠন ও তার পরিচালনার কঠিন সংগ্রামের পেছনে তিনিই প্রধান তদারককারী। আধুনিক ভাবধারার এই পণ্ডিতের ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের বিশ্লেষণে বিশ্ববিখ্যাত সুবক্তা ও বিশিষ্ট লেখক হিসেবেও জুড়ি নেই। তাঁর বক্তব্যের পক্ষে ব্যাপকভাবে অক্ষরে অক্ষরে গৌরবান্বিত আল-কুরআন, সহীহ্ হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে তথ্য ও প্রমাণপঞ্জি পৃষ্ঠা নম্বর, খণ্ড ইত্যাদিসহ উল্লেখ

করার কারণে যে কেউ তাঁর বক্তব্য বা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করুক বা তাঁর এ পর্ব শ্রবণ করুক না কেন, সে বিস্মিত ও অভিভূত না হয়ে পারে না। জনসমক্ষে আলোচনার সুতীক্ষ্ণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রদানের জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ।

অন্যান্য ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনা (বিতর্ক) ও সংলাপের সময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় আল্লাহর রহমতে তিনি সফলতার সাথে বিজয়ী হয়েছেন। ২০০০ সালের ১ এপ্রিল আমেরিকার শিকাগো শহরের আই.সি.এন.এ.ই কনফারেন্সে 'বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন' বিষয়ে এক আমেরিকান চিকিৎসক ও খ্রিস্টানধর্ম প্রচারক ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল-এর সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল হচ্ছেন সেই লেখক যিনি তিন বছর ধরে গবেষণা করার পর 'ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন ও বাইবেল' (১৯৯২ সালে ১ম সংস্করণ এবং ২০০০ সালে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়) নামক দুটি গ্রন্থ লিখতে সমর্থ হন, যে বইটিকে তিনি ১৯৭৬ সালে ডা. মরিস বুকাইলির লেখা 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' নামক বইটির উথাপিত অভিযোগগুলোর খণ্ডনকারী হিসেবে ধারণা করেন। শেখ আহমাদ দীদাত ১৯৯৪ সালে ডা. জাকির নায়েককে ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্ম বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত বক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং ২০০০ সালের মে মাসে দাওয়াহ্ ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপর গবেষণার জন্য 'হে তরুণ! তুমি যা চার বছরে করেছ, তা করতে আমার চল্লিশ বছর ব্যয় হয়েছে– "My Son, what I could not do four years." আলহামদুলিল্লাহ' খোদাই করা একটি স্মারক প্রদান করেন।

জনসমক্ষে আলোচনার জন্য ডা. জাকির পোপ বেনেডিক্টকে চ্যালেঞ্জ করেন, যা সারা বিশ্ব অবলোকন করেছে। বেনেডিক্ট নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক ও বিতর্কিত মন্তব্য করায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ক্ষোভ স্ফুলিঙ্গের মতো দাউদাউ করে জ্বলছিল। তাই মুসলিমদের এ উদ্বেগ নিবারণ করতে পোপ বিশটি ইসলামিক দেশ থেকে কূটনীতিকদেরকে রোমের দক্ষিণে তার গ্রীষ্মকালীন বাসভবনে আলোচনার জন্য আহ্বান জানায়। কিন্তু ডা. জাকির তাকে একটি প্রকাশ্য সংলাপের জন্য আহ্বান করে বলেন যে, 'ইসলাম সম্পর্কে তার এই বিতর্কিত মন্তব্যের ফলে মুসলিম বিশ্বব্যাপী যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা শান্ত করতে এটি যৎসামান্য প্রচেষ্টা মাত্র। মূলত ইসলাম সম্পর্কে পোপের এ মন্তব্য পূর্বপরিকল্পিত। পোপ জার্মানির রিজেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বলেছিলেন সে ব্যাপারে তিনি নিজেই ভালোভাবে অবগত।

তাই মুসলিমদের প্রতি পোপের এ দুঃখ প্রকাশ করাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়ারই নামান্তর। পোপের উচিত ছিল গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি তার মন্তব্য তুলে নেয়া। দেখে মনে হয়, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পদাঙ্কই পোপ বেনেডিক্ট অনুসরণ করে চলছেন। ডা. জাকির আরো বলেন, 'পোপ যদি সত্যিই সঠিক সংলাপের মধ্যদিয়ে এ উত্তেজনা শান্ত করতে প্রয়াসী হন, তাহলে তার উচিত হবে জনসমক্ষে একটি প্রকাশ্য বিতর্ক করা। বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক টিভি নেটওয়ার্কের ক্যামেরার সামনে পোপ বেনেডিক্ট-এর সঙ্গে আমি জনসমক্ষে প্রকাশ্য সংলাপ বা বিতর্কে অংশ নিতে দৃঢ়ভাবে ইচ্ছুক। এর ফলে সারা বিশ্বের ১ কোটি ৩০ লাখ মুসলমান ও ২ কোটি খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সেই বিতর্ক অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে পারবে।

পোপের ইচ্ছেমতোই কুরআন ও বাইবেল-এর যেকোনো বিষয়ের ওপর সংলাপে বা বিতর্কে আমি রাজি। তাছাড়া এটা কেবল বিতর্ক অনুষ্ঠানই হবে না; বরং এখানে উপস্থিত ও অনুপস্থিত দর্শক-শ্রোতার জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকতে হবে। আর এটা পোপের ইচ্ছেমতো কোনো রুদ্ধদ্বার বৈঠক হবে না, যেমনটা তার পূর্বসূরি দ্বিতীয় পোপ জন পল দক্ষিণ আফ্রিকান ইসলামি পণ্ডিত আহমেদ দীদাতের খোলামেলা সংলাপের আহ্বানে চেয়েছিলেন। শেখ দীদাতকে পোপ জন পল তার নিজের কক্ষে এসে বিতর্ক করতে বলেছিলেন।

একটি আন্তঃবিশ্বাসগত সংলাপ কেন রুদ্ধদ্বারের মধ্যে সংঘটিত হবে? উপরন্তু আমার জন্য যদি একটি ইটালিয়ান ভিসা সংগ্রহ করা হয় তাহলে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে পোপের সাথে বিতর্ক করতে আমি রোম বা ভ্যাটিক্যানে নিজের খরচায়ও যেতে পারি। তবে একথা সবার মনে রাখতে হবে যে, 'মুসলমানদের নিজস্ব মিডিয়াই হচ্ছে ইসলামের ওপরে আক্রমণের জবাবে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানার উৎকৃষ্ট উপায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক মিডিয়া পশ্চিমা সমর্থনপুষ্ট। সুতরাং আমাদের যদি নিজস্ব মিডিয়া না থাকে তাহলে পশ্চিমারা সাদাকে কালো করে ফেলবে, দিনকে রাত করে ফেলবে, নায়ককে সন্ত্রাসী বানাবে আর সন্ত্রাসীকে বানাবে নায়ক।'

রিয়াদে অবস্থিত শ্রীলংকার দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত বহুসংখ্যক রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক ও শ্রীলংকার জনগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত 'ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সম্পর্কিত ২০টি সাধারণ প্রশ্ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় ডা. জাকির তাঁর বক্তব্যের শেষে এক ইন্টারনেট সাক্ষাৎকারে এ কথাগুলো বলেন।

যোড়শ পোপ বেনেডিক্ট যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর কোনো বিশ্বাস না রাখেন, তাহলে তার কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়; বরং জনসমক্ষে একটা বড় আকারের খোলামেলা বিতর্কের মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা উচিত। কিন্তু পোপের যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর আত্মবিশ্বাস না থাকে অথবা তিনি যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলকে ততটুকু পরিমাণে বিশ্বাস না করেন যাতে বড় রকমের কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়; তাহলে মুসলমানদের অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না এই পোপ বেনেডিক্ট তার জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে অথবা পদত্যাগ করার মাধ্যমে পরবর্তী পোপকে এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার নিশ্চয়তা দেন। অবশেষে যদি এ বিতর্ক পরিচালিত হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা ইসলাম সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের মানুষের ভুল ধারণা দূর করতে সক্ষম হব এবং সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে ইসলামের সত্যতা ও খ্রিস্টান ধর্মের মিথ্যাচারিতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মুসলমানদের সাথে সংলাপ করার জন্য পোপ বেনেডিক্ট অবশ্য প্রথমাবস্থায় তার আন্তরিক ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু ডা. জাকিরের আহ্বানের পর থেকে এমন ভঙ্গিমা দেখাচ্ছেন যে, মনে হয় মুসলমানদের সাথে সংলাপের জন্য তিনি কখনো আহ্বানই জানান নি অথবা এ ধরনের কোনো কিছু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিশ্বের অনেক মুসলমান পোপ বেনেডিক্ট-এর সাথে ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে পশ্চিমা মিডিয়া যেমন বিভিন্ন জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল, পত্র-পত্রিকার অফিসে ই-মেইল করেছে; কিন্তু তারাও পোপের ভান করছে। তাই সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আজ একটাই প্রশ্ন, ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জে সমগ্র পশ্চিমা মিডিয়া বিশেষ করে পোপ নিজেই কেন এখন নিশ্চুপ?

ডা. জাকির সাধারণত লিখিত কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না; বরং সর্বদা জনসমক্ষে বিতর্ক করেন। কারণ, এটা সবার জানা কথা যে, লিখিতভাবে কোনো বিতর্ক করলে তা কখনো শেষ হবার নয়; কিন্তু প্রকাশ্যে বিতর্ক করলে তা কার্যকরীভাবে একটা ফলাফল বয়ে আনে।

যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস বিমানবন্দরের একটি ঘটনায় তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেয়া যাক :

১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অনেক বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অধিকাংশ মুসলিম বিভিন্ন প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর দিতে না পারার জন্য অযথা হয়রানির শিকার হন। কিন্তু ইসলাম ও মানবতার প্রতি অবদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের

'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইন্টারনেট ইউনিভার্সিটি' কর্তৃক দেয়া পুরস্কার গ্রহণ করতে ১২ অক্টোবর ডা. জাকির নায়েক যখন লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তখন তাঁর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে কি-না তা জানতে ইমিগ্রেশন অফিসারের আচরণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমার জন্য সেখানে কোনো সমস্যা ছিল না এবং তাদের সবার ব্যবহার ছিল মনোমুগ্ধকর।' কয়েকটি সৌদী সংবাদপত্র ডা. জাকির নায়েকের এ সাক্ষাৎকার নেয়ার পরবর্তী অনুসন্ধানে জানতে পারে যে, লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণের পর ডা. জাকিরও তার দাড়ি এবং মাথার টুপির জন্য কাস্টম অফিসারদের দৃষ্টির আড়াল হতে পারেন নি। তাই সাথে সাথে তাঁকেও প্রশ্ন করার জন্য অনুসন্ধান করা শুরু করে।

যেমন : ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চেয়ে 'জিহাদ' শব্দটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন ডা. জাকির নায়েক বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, কুরআন, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ভগবত গীতাসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, জিহাদ শুধু ইসলামিক নয়; বরং বৈশ্বিক একটি বিষয়। এ কথা শুনে কাস্টম অফিসাররা উৎসাহী হয়ে আরো প্রশ্ন করেন। কিন্তু ওদিকে ডা. জাকির তাঁর মেধা, জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা উত্তর দেয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। ইতোমধ্যে এক ঘণ্টা সময় পার হয়ে যায়। অন্যদিকে যেহেতু প্রশ্ন করার কারণে দীর্ঘ লাইনে লোকজন অপেক্ষা করছিল তাই ডা. জাকিরকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয়। যখন তিনি উঠে দাঁড়ান ও কক্ষটি ত্যাগ করেন তখন প্রায় ৭০ জন কাস্টম অফিসার তাদের নিজেদের ধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে জানতে তাঁর পিছে পিছে যাচ্ছিল। পরবর্তীতে কাস্টম অফিসারগণ বলেন যে, তারা বিস্মিত হয়েছেন এবং তারা জীবনে কখনো এতো জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দেখেন নি।

আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সাউথ আফ্রিকা, মৌরিতানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, ঘানা (দক্ষিণ আফ্রিকা) সহ আরো অনেক দেশে এ পর্যন্ত নয়শোরও বেশি বার জনসম্মুখে প্রকাশ্য আলোচনায় বিভিন্ন ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের ওপর তুলনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। উপরন্তু ভারতেও তিনি অসংখ্য বার বক্তব্য প্রদান করেছেন। যার অধিকাংশ অডিও এবং ভিডিও আকারে এবং ইদানিং বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়। বিশ্বের একশোরও বেশি দেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টিভি ও স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে ডা. জাকিরকে প্রতিনিয়ত দেখা যায়। তিনি প্রায় প্রতিনিয়তই সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রিত হন।

ভারতের মিডিয়া ছাড়াও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় রয়েছে তাঁর প্রভাব। ভারতীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ইনকিলাব, দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট, দ্য ডেইলি মিডডে, দ্য এশিয়ান এইজ ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকা তাঁর অনেক বক্তব্য প্রকাশ করেছে। বাহরাইন ট্রিবিউন, রিয়াদ ডেইলি, গালফ টাইমস, কুয়েত টাইমসসহ আরো অন্যান্য সংবাদপত্রে ইংরেজি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি সাধারণত ইংরেজিতে বক্তব্য দেন। তাঁর দর্শক-শ্রোতার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেশের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত, আর্মি জেনারেল, রাজনৈতিক নেতা, নামকরা খেলোয়াড়, ধর্মীয় পণ্ডিত, শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষ। তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব নেটওয়ার্ক 'Peace TV'[1]- এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়। তাঁর বক্তব্যগুলোতে খুবই সাধারণ ভূমিকা রয়েছে এবং একজন আন্তর্জাতিক বক্তা হিসেবে তিনি তাঁর প্রায় সকল বক্তব্যে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বাণীগুলো বিজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেন। ফলে দর্শক ও শ্রোতারা সহজেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পূর্ণভাবে মুখস্থ করার মতো অসাধারণ গুণটি তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষণীয় একটি বিষয়। মনে হয় কুরআন, বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ম্যানুসম্যারিটি, ভগবতগীতা ও বেদসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে তাঁর মুখস্থ রয়েছে। তাছাড়াও বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক বিষয় এবং তত্ত্বেও রয়েছে তাঁর পূর্ণ দখল। কেননা তিনি কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করলে তার পৃষ্ঠা, অধ্যায় ও খণ্ডসহ উল্লেখ করেন।

পশ্চিমারা কেন ইসলাম গ্রহণ করছে?

উপস্থাপক : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আজকের এ মহতী সভায় আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাদের জানাচ্ছি সুস্বাগতম। বক্তব্য রাখবেন, ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক। প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট, ইসলামি রিসার্চ ফাউন্ডেশন, মুম্বাই, ভারত। তিনি বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলোর ওপর একজন চলমান কম্পিউটার। তাঁর মস্তিষ্ক এমনকি কম্পিউটারের চেয়ে দ্রুত কাজ করে। এখন আপনাদের সামনে আসছেন, ডা. জাকির নায়েক।

ডা. জাকির নায়েক : সম্মানিত চেয়ারম্যান, আমার গুরুজনেরা এবং দূর-দুরান্ত থেকে আগত আমার ভাই ও বোনেরা, আপনাদেরকে ইসলামের রীতি অনুযায়ী স্বাগতম জানাচ্ছি আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু (আল্লাহর শান্তি, দয়া ও অনুগ্রহ আপনাদের সবার ওপর বর্ষিত হোক)।

পশ্চিমাদের (ভিন্ন ধর্মীদের) সমস্যার সমাধান দিতে পারে কেবল ইসলাম

আজকের কী আলোচনার বিষয় হলো– কেন পশ্চিমারা ইসলাম গ্রহণ করছে? আর যদি এর উত্তরটা দেয়া হয় মাত্র একটি বাক্যে, তা হলো– পশ্চিমারা ইসলাম গ্রহণ করছে কারণ, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ভয়াবহ সমস্যাগুলোর সমাধান ইসলামে আছে। পাশ্চাত্যের মানুষ মনোযোগ দেয় শারীরিক শান্তির দিকে। অর্থাৎ ভোগ-বিলাসের দিকে। তাদের মনোযোগ শারীরিক শান্তি ও সুখের দিকে। পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মই মনোযোগ দেয় আত্মার উন্নতির দিকে। আলহামদুলিল্লাহ, ইসলামে এ দুটোই আছে। ইসলাম শারীরিক সুখ-শান্তির পাশাপাশি আমাদের আত্মার উন্নতির দিকেও মনোযোগ দেয়। দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। 'ইসলাম' শব্দটি এসেছে 'সালাম' থেকে, যার অর্থ 'শান্তি'। এর আরো একটি অর্থ হলো– আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। অর্থাৎ, ইসলাম হলো নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহ তাআলার কাছে সমর্পণ করে শান্তি অর্জন করা। পবিত্র আল-কুরআন হল– আল্লাহ প্রদত্ত আসমানি কিতাব। যা নাযিল হয়েছিল সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর। আল কুরআন জ্ঞানের আধার। অমনোযোগীদের প্রতি সতর্কবাণী। বিপথগামীদের জন্য পথ প্রদর্শক। নিপীড়িতদের সান্ত্বনার বাণী, আর হতাশাগ্রস্তদের আশার আলো। এবার আসুন

আলোচনা করি– পশ্চিমারা কেন ইসলাম গ্রহণ করছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো– পশ্চিমারা মুক্তমনের অধিকারী। তারা রক্ষণশীল নয়। পৃথিবীর অনেক দেশে যেমনটা আছে। আল্লাহর রহমতে আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি। মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করে, এসব বক্তৃতায় লোকজনের প্রতিক্রিয়া কী?

আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহ তাআলার বাণী প্রতিটি আশরাফুল মাকলুকাতের কাছে পৌঁছে দেয়া। তিনিই হেদায়াত করেন। আল্লাহ পবিত্র আল-কুরআনে সূরা গাশিয়াহর (২১-২২) নং আয়াতে বলেছেন–

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ـ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ـ

অর্থ : সে যা হোক, তুমি (হে নবী) উপদেশ দিতে থাকো কেননা তুমি তো একজন উপদেশ দানকারী মাত্র। তুমি তাদের কাজের নিয়ন্ত্রক নও।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। প্রাচ্যের বিশেষ করে ভারতের একজন অমুসলিম যদি ইসলাম গ্রহণ করে, এটা পশ্চিমের পঞ্চাশ জন অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের সমান হবে। এর মানে এই নয় যে, একজন ভারতি পঞ্চাশ গুণ উপরে, এরকম নয়। যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো, প্রাচ্যের, বিশেষ করে ইন্ডিয়ার সমাজ হলো রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। একজন মানুষ ইসলামকে ভালোবাসলেও পারিপার্শ্বিক সমাজকে ভয় পায়। সমাজ তাকে বয়কট করতে পারে। তার সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা হতে পারে। এমনকি জীবন বিপণ্ন হতে পারে। সমাজের মানুষ খুবই সংকীর্ণ মনের এবং রক্ষণশীল। তাই তার পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা খুবই কঠিন। কিন্তু তাই বলে এটা আবার ইন্ডিয়ার অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ না করার কোনো অজুহাত হতে পারে না। এজন্য তারাই দায়ী থাকবে। মধ্যপ্রাচ্যে এবং অন্যান্য দেশেও পশ্চিমারা আমার বক্তৃতা শুনেছেন। কয়েকটা লেকচারের পর কোনো কোনো সময় একটা বক্তৃতা শোনার পর ইসলামকে এতোই পছন্দ করেছে যে, সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু মুম্বাইতে এমনটা হয় নি। সেখানে বছরের পর বছর অনেকগুলো বক্তৃতার পর অবশেষে সত্যকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অনেকে। ইসলাম গ্রহণ করার কারণ কিন্তু দাওয়াত দানকারী নয় বরং আল্লাহ তাআলাই হেদায়াত দেন। তাহলে প্রথম কারণটা হলো, পশ্চিমারা অনেক বেশি মুক্ত মনের। একই পরিবারে বাবা খ্রিস্টান হতে পারেন কিন্তু তার সন্তানেরা ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি কিছু মনে করেন না। তারা একই সাথে বসবাস করে। কিন্তু ইন্ডিয়াতে এমনটা হয় না। ভারতে বাবা এক ধর্ম পালন করেন আর সন্তানেরা অন্য ধর্ম এরকম খুঁজে পাওয়া যায় না। এজন্যই বলছি যে, পশ্চিমারা মুক্ত মনের।

আল-কুরআন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে

আরেকটা কারণ হলো– পশ্চিমারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনেক উন্নত। আর বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের মতে,

"ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু এবং বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।"

আর পশ্চিমারা মনে করেন, কোনো কিছুকে বিচার বিশ্লেষণ করার সবচেয়ে বড় মানদণ্ড হলো বিজ্ঞান। আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্র আল-কুরআন অনেক জায়গায় বিজ্ঞানের কথা বলেছে। যদিও এটি কোনো বিষয় ভিত্তিক সাইন্সের ওপর কোনো গ্রন্থ নয়। আল-কুরআনে রয়েছে সাইন বা নিদর্শন বা চিহ্ন। ছয় হাজারেরও বেশি সাইন বা আয়াত রয়েছে আল-কুরআনে। যার মধ্যে হাজারেরও বেশি আয়াত বিজ্ঞানের কথা বলেছে।

আমার ' আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান মানানসই নাকি বেমানান। অথবা 'আল- কুরআন ও বিজ্ঞানের বিরোধ এবং নিষ্পত্তি' বিষয়ক বক্তৃতাগুলোতে আমি প্রমাণ করেছিলাম যে, আল-কুরআন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক এগিয়ে। তাহলে পশ্চিমাদের মানদণ্ড ব্যবহার করে আমরা প্রমাণ করতে পারি, আমাদের মানদণ্ড অর্থাৎ আল-কুরআন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক এগিয়ে। তারা আজ যা বলছে, আল-কুরআন সেটা বলেছে ১৪০০ বছর আগে। তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনেক উন্নত। আমরা যদি তাদের সাথে কথা বলি হিকমা দিয়ে, আলহামদুলিল্লাহ, তারা বুঝবে আল-কুরআন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

আর তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করবে। তৃতীয়ত, পশ্চিমের মানুষেরা যুক্তি দিয়ে বুঝতে চায়। তারা অন্ধের মতো কিছু মানতে চায় না। তারা যুক্তি দিয়ে বুঝবে, তদন্ত করবে তারপরই কোনো কিছু মেনে নেবে। তারা যুক্তিশীল, কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না। পবিত্র আল-কুরআনে সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে 'দাওয়াতের' ব্যাপারে যুক্তির কথা বলা হয়েছে এভাবে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ـ

অর্থ : তোমরা আল্লাহর পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম নসীহতের সাহায্যে। আর লোকদের সাথে বিতর্ক কর উত্তম পন্থায়।

আল-কুরআন যুক্তির কথা বলে। সূরা বাকারার ২৪২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

অর্থ : এভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য তার বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

আল্লাহ চান মানুষ যেন আল-কুরআন বুঝতে পারে এবং তারপর মেনে নেয়। সূরা ইব্রাহীমের ৫২ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন–

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ

বস্তুত এ একটি পয়গাম (সংবাদ) যা মানুষের জন্য। আর পাঠান হয়েছে এ জন্য যে, এ দ্বারা তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে এবং তারা জেনে নেবে যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ শুধু একজন, আর বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যাপারে সচেতন হবে।

ফলসিফিকেশন টেস্ট

কুরআন বলছে, তারা বুঝে শুনে বিশ্বাস করুক। আর আলহামদুলিল্লাহ, পশ্চিমের অধিকাংশ লোক বুঝে শুনে কাজ করে এবং তারা প্রশ্ন করে থাকে। প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তারা সেটা মানবে না। কুরআনের মধ্যেও প্রশ্ন-উত্তর আছে। আপনি কুরআন পড়লে দেখবেন, সেখানে 'তায়ালু' বা 'তারা প্রশ্ন করে' আছে ৩৩২ বার। আবার ৩৩২ বার বলা হয়েছে 'কুল' বা বল। পশ্চিমারা মদ আর জুয়া নিয়ে প্রশ্ন করে কুরআন তার উত্তর দিচ্ছে। কুরআন বুদ্ধিমান মানুষকে সন্তুষ্ট করে। আজকের দিনের মানুষ, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ খুবই ব্যস্ত থাকে। সব সময় নতুন দার্শনিক তত্ত্ব আর নতুন জিনিস আসছে। সব কিছু পরীক্ষা করার সময় আমাদের হাতে নেই। এখন আপনি যদি নতুন কোনো ফিলসফি কিংবা থিউরি নিয়ে আসেন, তাহলে তারা দেখবে যে, এটাকে ভুল প্রমাণ করা যায় কি-না।

এটাকে বলে "ফলসিফিকেশন টেস্ট। "পশ্চিমারা ফলসিফিকেশন টেস্টে বিশ্বাস করে। প্রতিদিন মানুষ হাজার হাজার থিউরি আনছে। সবকিছু পরীক্ষা করার সময় কোথায়। যদি কোনোভাবে থিউরিকে ভুল প্রমাণ করা যায়, তাহলে সেটাকে আমরা ভুল বলব। যদি ভুল প্রমাণ করতে না পারি তাহলে মেনে নেব। এ কারণেই আইনস্টাইন যখন "থিউরি অব রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন,

তখন বলেছিলেন, আমার থিউরি ভুল প্রমাণ করতে পারলে মানতে হবে না। তাই ছয় বছর ধরে তারা পরীক্ষা করল এবং মেনে নিল। আর স্বাভাবিকভাবেই তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ আর ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে 'ফলসিফিকেশন টেস্ট" আছে। আর আমি অনেক ফলসিফিকেশন টেস্টের কথা বলছি "কুরআন কি আল্লাহর বাণী" নামের ক্যাসেট। আমি তার মধ্য থেকে একটি বলব যেটা পশ্চিমারাদেরও সন্তুষ্ট করবে। পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا .

অর্থ : তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? যদি কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসত, তাহলে সেখানে অনেক অসামঞ্জস্য থাকত।

তাই কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চাইলে মুধুমাত্র একটা অসামঞ্জস্য খুঁজে বের করুন। কোন অসামঞ্জস্য বের না করা পর্যন্ত কুরআন ভুল প্রমাণিত হবে, যদি বলেন কুরআন আল্লাহর বাণী না এ কথা দ্বারা। পরস্পর বিরোধী কিছু বের করুন, কুরআন ভুল প্রমাণিত হবে। কুরআনেই ফলসিফিকেশন টেস্ট আছে। বিভিন্ন সময়ে কুরআনের ফলসিফিকেশন টেস্ট হয়েছে। তবে আজকের দিনে এই টেস্টটা আরো যথার্থ। কারণ এটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। আগের সময় ছিল সাহিত্য, কবিতার যুগ সে সময় অন্যরকম ফলসিফিকেশন টেস্ট ছিল। ইসলাম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ভুলের যে অভিযোগগুলো এসেছে সেগুলো মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনি যদি বিজ্ঞান সম্পর্কে জানেন, ফ্রান্সিস বেকন বলেছিলেন, "বিজ্ঞান সম্পর্কে অল্প জানলে আপনি হবেন নাস্তিক; কিন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক জানলে আপনি হবেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী।"

এ কারণেই আজকে পশ্চিমা বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করছে; কিন্তু তারা স্রষ্টার বিরোধিতা করছে না। আগেও বলেছিলাম পশ্চিমাদের সমস্যার সমাধান ইসলামে আছে। আমাদের হাতে সব সমস্যা ও তার সমাধান ব্যাখ্যা করার সময় নেই। আমরা কয়েকটি সমস্যার কথা বলব এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করব। আমি বলেছিলাম পশ্চিমা বিশ্ব বস্তুবাদের ভেতর ডুবে আছে। এটা একটা বস্তুবাদী পৃথিবী। যেখানে শারীরিক সুখ শান্তির দিকে বেশি নজর দেয়া হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা তওবার ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতে আছে "তোমরা সম্পদ ব্যয় কর

আল্লাহর পথে এবং সেই সব মানুষকে স্মরণ করে দাও– যারা সোনা-রূপা পুঞ্জিভূত করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না। তাদেরকে কঠিন শাস্তির কথা জানিয়ে দাও তাদের সম্পদ থেকে আগুন বের হবে। আর কিয়ামতের দিনে তাদের কপালের পেছনে ও পিঠে গরম মুদ্রার ছাপ থাকবে।"

সূরা মুলকের ২নং আয়াতে আছে–

اَلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ـ

অর্থ : তিনিই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন– কে কর্মে উত্তম।

সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে আছে–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ـ

অর্থ : প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।

চূড়ান্ত পুরস্কার দেয়া হবে কিয়ামতের দিন। আর যদি কেউ জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারে, সেই ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হবে। ইহকালের এ জীবন হচ্ছে এক ধরনের প্রলোভন।

আল-কুরআন অনুযায়ী মানুষের বস্তুবাদের পেছনে ছুটে চলা এক ধরনের প্রলোভন মাত্র। যে লোক জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে, সে জীবনে সফল।

অর্থ ব্যয়ের ধরন সম্পর্কে সূরা বনী ইসরাঈলের ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ـ

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ـ

অর্থ : নিকটাতাত্মীয়কে তার অধিকার দাও, আর মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককে তার অধিকার! তোমরা অপব্যয় করো না। অপচয়কারী লোকেরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

আজ পুরো পৃথিবীতে, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে, কারো সম্পদ থাকলে সে আরো বেশি বেশি সম্পদ অর্জন করতে চায়। নিজের সম্পত্তি দিয়ে অন্যের সম্পদ গ্রাস করে। এটাকে বলে 'ঘুষ'।

সূরা আল বাকারার ১৮৮ নং আয়াত বলছে–

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : তোমরা পারস্পরিক ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করো না, আর শাসকের সামনে তা এ উদ্দেশ্যে পেশও করো না যে, তোমরা অপরের সম্পদের কোনো অংশ ইচ্ছে করে নিতান্ত অবিচারমূলকভাবে জেনে শুনে ভক্ষণ করার সুযোগ পাবে।

ঘুষ দেয়া বা নেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। সূরা হুজরাতের ১১ ও ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! না পুরুষ ব্যক্তি অপর পুরুষ ব্যক্তিদের বিদ্রূপ করবে, হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভালো হবে; আর না স্ত্রীলোকেরা অন্য স্ত্রীলোকদের ঠাট্টা করবে, হতে পারে যে, সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। নিজেদের মধ্যে একজন আর একজনের ওপর দোষারোপ করো না এবং না একজন অপর লোকদেরকে খারাপ উপমাসহ স্মরণ করবে। ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকি কাজে খ্যাতি লাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। যেসব লোক এরূপ আচার-আচরণ হতে বিরত না থাকবে তারাই জালেম।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশি ধারণা পোষণ হতে বিরত থাকো কেননা কোনো কোনো ধারণা পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা নিজেরাই তো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকো। আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ্ খুব বেশি তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান।

আল-কুরআন বলছে, যদি আপনি কারো পেছনে সমালোচনা করেন, তবে যেন আপনি আপনার মৃত ভাইয়ের মাংস খাচ্ছেন। মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার চেয়ে জঘন্য নাফরমানির কাজ আর কী হতে পারে? কারো পেছন থেকে কুৎসা রটানো, উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া আরো বড় অন্যায়।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে এই পেছন থেকে আঘাত ও কুৎসা রটানো, পশ্চিমা বিশ্বের সব জায়গায় পাবেন। মানুষ একে অন্যকে অপমান করছে, কুৎসা রটাচ্ছে আর বলছে এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

আল-কুরআনের সূরা হুমাজাহর ১নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ -

অর্থ : ধ্বংস প্রত্যেকের, যারা সন্মুখে ও পিছনে কুৎসা রটায়।

আজকে আমরা যে সমস্যার মুখোমুখি আর যে সমস্যার কারণে অন্যান্য সমস্যাও তৈরি হচ্ছে সেটা হল– 'রিবাহ' বা 'সুদ'। পশ্চিমা বিশ্বের সমস্যা হলো সুদ আর তারা এ অসুখটা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছে। এর শুরু হয়েছিল ইংল্যান্ডের রাজার মাধ্যমে। তিনি বলেছিলেন, "আমাকে টাকা দাও সেটা আমার কাছে থাকবে। আর আমি নির্দিষ্ট একটা সুদ দিব।" এভাবেই আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার শুরু হয়। কুরআন শরীফে সব মিলিয়ে 'রিবাহ' শব্দটি উল্লেখ আছে ৮ বার। সূরা আলে ইমরান-এর ১৩০ নং আয়াতে। সূরা নিসার ১৬১ নং আয়াতে, সূরা রুম-এর ৩৯ নং আয়াতে। তিনবার সূরা আল-বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে। আরো উল্লেখ আছে সূরা বাকারার ২৭৬ নং এবং ২৭৮ নং আয়াতে। কেন সুদ হারাম সেটা আমার লেকচারে বলেছিলাম। "আল- কুরআনের নিয়ম অনুযায়ী সুদবিহীন অর্থনীতি" এ শিরোনামে।

অনেকে মনে করে সুদ আর ব্যবসা এক। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের হাতে সময় নেই, অর্থনীতির খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে কথা বলার। তবে আমি শুধু আল-

কুরআনের দুটি আয়াতের অনুবাদ আপনাদের বলব। সূরা বাকারার ২৭৮ নং ও ২৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۔ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۔

অর্থ : বিশ্বাসিগণ, সুদ-এর ওপর তোমাদের দাবি ছেড়ে দাও এবং যদি সুদের ওপর তোমাদের দাবি না ছাড়ো, তবে আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। আল কুরআনে অনেক ধরনের বড় বড় গুনাহের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিশেষ বড় অন্যায়ের পাশে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি সুদ নেয় বা দেয়, আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। অর্থাৎ আপনি যদি সুদ নেন, আপনি আল্লাহ ও রাসূলকে চ্যালেঞ্জ করছেন যুদ্ধের জন্য।

বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্ব ও শ্রদ্ধাবোধহীনতার সমস্যা

এছাড়াও পশ্চিমা বিশ্বকে লক্ষ করলে দেখবেন যে, লোকজন বিশেষ করে বাচ্চারা, বাবা-মা'কে শ্রদ্ধা করে না। প্রাচ্যের চেয়ে পশ্চিমা বিশ্বে এ ব্যাপারটা বেশি দেখা যায়। আধুনিক বিশ্বে আপনি দেখবেন 'স্পেশাল শিশু নির্যাতন সেল'। পশ্চিমা বিশ্বে, আমেরিকা ও অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশে। ছেলে-মেয়েরা পুলিশকে ফোন করতে পারেন, স্পেশাল শিশু নির্যাতন সেলে। তারা বাবা-মাকেও হুমকি দিতে পারে। বাবা-মাকে বলতে পারে সাবধান হয়ে যাও, নয়তো পুলিশে ফোন করব।

ইসলামে সবাইকে ভারসাম্যপূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে। সন্তানের অধিকার আছে ইসলামে যা সর্বোচ্চ। স্বভাবতই শিশুদেরকে রক্ষা করতে হবে। তবে রক্ষার নামে এখন যেটা হয়, সন্তানেরা, বাবা মাকে হুমকি দেয়। অনেক জায়গায় আল-কুরআন বলেছে যে, বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করা উচিত। সূরা লুকমান-এর ১৪ নং আয়াতে, সূরা আল আহ্‌কাফ-এর ১৫ নং আয়াতে, সূরা আল আনআমের ১৫১ নং আয়াতে .... অনেক জায়গায়। তবে বিশেষ করে আল-কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ

لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ـ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ـ

অর্থ : আল্লাহ তোমাকে আদেশ দিচ্ছেন, আমাকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করো না। আর তোমার বাবা-মার প্রতি সদয় হও। যদি তাদের মধ্যে কেউ অথবা দুজনই বৃদ্ধ হয়ে তোমার কাছে কাছে পৌঁছে, তাদের অবজ্ঞা করে কোনো কথা বলো না। এমনকি 'উহ' শব্দটিও বলো না; বরং তাদের সাথে বিনয় ও সম্মানের সাথে ব্যবহার কর এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর যে, হে আল্লাহ; তুমি তাদের দয়া কর যেভাবে তারা আমাদের ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন।

পশ্চিমা বিশ্বে বাবা-মা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়; তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ইসলামে বৃদ্ধাশ্রম বলতে কিছু নেই। বয়স্ক লোকদের দেখাশোনা করা সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনের দায়িত্ব। তাদেরকে সম্মান করতে হবে, ভালোবাসতে হবে এবং সহানুভূতিশীল হতে হবে।

পশ্চিমাদের অবাধ যৌনাচার : সমাধান ইসলাম

পশ্চিমা বিশ্বের আরেকটা সমস্যা হলো ব্যভিচার, অবাধ যৌনাচার। পবিত্র কুরআনের বনী ইসরাঈলের ৩২ নং আয়াতে আছে–

وَلَا تَقْرَبُو الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاۤءَ سَبِيْلاً ـ

অর্থ : ব্যভিচারের কাছেও যেও না, কারণ এটা অশ্লীল এবং মন্দ আচরণ।

ব্যভিচার ক্ষতিকর ও অন্যান্য ক্ষতিকর জিনিসেরও পথ খুলে দেয়। তাই বলে ইসলামে সন্যাসব্রত বা চিরকুমার থাকার নিয়ম নেই। ইসলামে বিয়ে করা বাধ্যতামূলক। হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, (সহীহ বুখারী ৭ নং খণ্ড, কিতাবুল্লাহ, ৩ নং হাদিস-৫)–

অর্থ : "হে যুবক ও যুবতীরা! যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য আছে, তাদের বিয়ে করা উচিত। যে বিয়ে করে, সে দ্বীনের অর্ধেক পূরণ করে।"

দ্বীনের অর্ধেক পূরণ করা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন। বিয়ে আপনাকে অবাধ যৌনাচার, সমকামিতা, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। কেবল বিয়ে করলেই স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আপনার দায়িত্ব থাকবে। আর ইসলামে এই দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সূরা নিসার ২১ নং আয়াতে আছে–

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا .

অর্থ : প্রকাশ্য পাপাচার হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এটা কি করে গ্রহণ করবে? অথচ তোমরা একে অন্যের সাথে অবাধ মেলামেশা করছো?

সূরা রূমের ২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ .

অর্থ : তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও (একটি) যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারো। আর তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহৃদ্যতার সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে বিপুল নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

মহিলার সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি

আজকের দিনে পশ্চিমা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো তাদের অতিরিক্ত মহিলা জনসংখ্যা। প্রাচ্যে এমনটি হয় নি। তার কারণ হলো মেয়ে শিশুর ভ্রুণ চিহ্নিত করে হত্যা করা। এ খারাপ চর্চাটি বন্ধ হলে প্রাচ্যেও এই সমস্যা দেখা দেবে। পবিত্র কুরআন এ সমস্যারও সমাধান দিয়েছে। সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً .

অর্থ : তোমাদের পছন্দ মতো মেয়েকে বিয়ে কর দুজন, তিনজন বা চারজনকে। তবে যদি ন্যায়বিচার করতে না পার তবে মাত্র একজনকে বিয়ে কর।

সূরার ১২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ـ

অর্থ : এটা অসম্ভব যে, তোমরা সব স্ত্রীকেই সমানভাবে দেখবে। তাদের কারো উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

এখানে আল-কুরআন বুঝাতে চাচ্ছে যে, এটা অসম্ভব সব স্ত্রীকে সমানভাবে ভালোবাসা। এমনকি একজন মা তার সন্তানদের ভালোবাসে। কিন্তু কোনো মা'ই বলবে না যে, আমি আমার সন্তানদের একই রকম ভালোবাসি। কম-বেশি হবেই। তবে সব মিলিয়ে কোনো অবিচার হবে না। তাই স্ত্রীদের অন্য সব ব্যাপারে যেমন টাকা-পয়সা, সময় ইত্যাদির ব্যাপারে ন্যায় বিচার করতে হবে। এক স্ত্রীকে বাড়ি কিনে দিলে অন্য স্ত্রীও যেন বাড়ি পায়। অনেকে মনে করে একাধিক বিয়ে করা ইসলামে বাধ্যতামূলক। এটি সম্পূর্ণ ভুল। ইসলামে পাঁচ প্রকার কাজের কথা বলা হয়েছে। ১. 'ফরজ' যার অর্থ হলো বাধ্যতামূলক, ২. 'মুস্তাহাব' বা উৎসাহ দেয়া হয়েছে, ৩. 'মুবাহ' অর্থাৎ ঐচ্ছিক, ৪. 'মাকরূহ' বা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে আর ৫. 'হারাম' অর্থাৎ নিষিদ্ধ।

একাধিক বিয়ে করার ব্যাপারটা হলো ঐচ্ছিক। তাহলে আসুন আমরা দেখি যে, কেন আল কুরআনে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হলো।

পুরুষ ও নারীকে সমান অনুপাতে বানানো হয়েছে। তবে এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে যদি কোনো চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করেন, তিনি বলবেন যে, মেয়ে শিশুরা ছেলে শিশুদের চেয়ে ভালোভাবে রোগ-জীবাণু প্রতিরোধ করতে পারে। তাই মেয়ে শিশুর চেয়ে ছেলে শিশু বেশি মারা যায়। দুর্ঘটনা, ধূমপান, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় পুরুষরা বেশি মারা যায়। আর তাই এখন পৃথিবীতে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশি। কেবল কয়েকটি দেশে, যেমন ভারতে পুরুষদের সংখ্যা নারীদের চেয়ে বেশি। এর কারণ অভিশপ্ত যৌতুক প্রথার কারণে জন্মের পূর্বে আল্ট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে মেয়ে শিশুর ভ্রূণ চিহ্নিত করে প্রত্যেক দিন তিন হাজারেরও বেশি মহিলার গর্ভপাত ঘটানো হয় কেবল ভারতেই। যখন তারা বুঝতে পারে যে সন্তানটা মেয়ে। অর্থাৎ বছরে দশ লক্ষের বেশি মহিলার গর্ভপাত ঘটানো হয়

শুধু ভারতে, যখন বুঝতে পারে যে সন্তানটা মেয়ে। এ মেয়ে হত্যা বন্ধ হলে ভারতসহ আরো কয়েকটি দেশে নারীদের সংখ্যা পুরুষদের ছাড়িয়ে যাবে।

এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধু আমেরিকাতেই নারীরা সংখ্যায় ছেলেদের চেয়ে ৭৮ লক্ষ জন বেশি। শুধু নিউ ইয়র্কেই ১০ লক্ষ জন নারী বেশি পুরুষদের চেয়ে। নিউ ইয়র্কের অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হল 'গে', 'গে' মানে হলো সমকামী। তার মানে পুরুষরা সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় পুরুষকে। আমেরিকায় আড়াই কোটির বেশি পুরুষ হলো 'গে'। এটি একটি সামাজিক ও নৈতিক বিরাট সমস্যা। ইংল্যান্ডে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে ৪০ লক্ষ জন বেশি। জার্মানিতে ৬০ লক্ষ জন এবং রাশিয়াতে ৯০ লক্ষ জন নারী জনসংখ্যা বেশি পুরুষদের চেয়ে। আল্লাহ তাআলাই জানেন পুরো পৃথিবীতে নারীদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে কতজন বেশি।

ধরুন, আমি পশ্চিমাদের দর্শন মেনে নিলাম যে, একজন লোক কেবল একটাই বিয়ে করতে পারবে। ধরেন, আমেরিকায় প্রত্যেক পুরুষ একটি করে মেয়েকে বিয়ে করল। তারপরও তিন কোটি নারী থাকবে যারা জীবন সঙ্গী পাবে না। বাকিরা তাহলে কী করবে? তাদের জন্য পথ খোলা থাকে একটা, তারা হয় এমন পুরুষদের বিয়ে করবে, যাদের স্ত্রী আছে। অথবা তারা হতে পারে জনগণের সম্পত্তি (গনিকা বা বেশ্যা)।

আপনারা হয়তো বলবেন জনগণের সম্পত্তি .... ? ডা. জাকির এতো খারাপ শব্দ ব্যবহার করেছে? আমি বলব সবচেয়ে ভালো যে শব্দটি ব্যবহার করা যায়, তাহলো জনগণের সম্পত্তি। আমি একজন ইসলাম প্রচারকারী হওয়ার কারণে অন্য শব্দ ব্যবহার করতে পারছি না। জনগণের সম্পত্তি হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। আর যে কোনো ভদ্র মহিলা বলবেন, তিনি প্রথমটিই বেছে নেবেন। সবার সম্পত্তি হওয়ার চেয়ে এমন একজনকে বিয়ে করা ভালো যার স্ত্রী আছে। আপনারা জানেন, পশ্চিমা বিশ্বে মানুষ রক্ষিতা রাখে। এটি খুবই সাধারণ। আমেরিকায় গড়ে একজন মানুষের আটজন যৌনসঙ্গী থাকে। কাউকে বিয়ে করার আগ পর্যন্ত সে তার জীবনসঙ্গী। কারো হয়তো কম। দুজন বা একজন। তবে গড়ে আটজন জীবনসঙ্গী থাকে একজনকে বিয়ে করে সংসার পাতার আগ পর্যন্ত। রক্ষিতা রাখলে কোনো দায়িত্ব থাকে না। আপনি একজন, দশজন, বিশজন যা খুশি রাখেন। সমস্যা নেই। কিন্তু যদি মহিলা রক্ষিতা হয়, তার কোনো সম্মান থাকে না। সে ছোট হয়ে যায়। যদি রক্ষিতাকে সেই মহিলার সাথে তুলনা করেন যে, মহিলা কোনো লোকের দ্বিতীয় স্ত্রী,

তবে দেখবেন সে সম্মান পায়, সবাই শ্রদ্ধা করে। তার আইনসঙ্গত অধিকারও থাকে। আমরা ইসলামে মহিলাদের উপযুক্ত সম্মান দিই। রক্ষিতার কোন সামাজিক সম্মান নেই।

সমস্যার বাস্তবসম্মত ও কার্যকরী সমাধান

ইসলামে মানব জাতির সব সমস্যার সমাধান আছে। আপনি যদি ভালোভাবে দেখেন, বেশির ভাগ ধর্মই ভালো কথা বলে। ডাকাতি করো না, ঠকিয়েও না ইত্যাদি। ইসলামও একই কথা বলে। তবে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য হল– ইসলাম ঐ কথাগুলো বলার পাশাপাশি আপনাকে পথ দেখাবে কীভাবে সেগুলো বর্জন করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, সব প্রধান ধর্ম বলে যে, কোনো মানুষের ডাকাতি করা উচিত না। আমেরিকার সংবিধানে আছে, কোনো নাগরিকের ডাকাতি করা উচিত নয়। তার প্রতিকারের জন্য বিধান থাকলেও তা খুব সামান্য।

ইসলামও বলে, আপনি ডাকাতি করবেন না। তবে ইসলামের কাছে কিছু বাস্তব সমাধান আছে। ইসলাম দেখায় কীভাবে সেই অবস্থা অর্জন করবেন, যেখানে মানুষ ডাকাতি করবে না। ইসলাম ধর্মে যাকাতের ব্যবস্থা আছে। সেই ধনী লোকদের জন্য যাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আছে। ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের আড়াই শতাংশ দান করবে প্রতি চান্দ্র বছরে। যদি প্রত্যেকে ধনী লোক যাকাত দেয়, পৃথিবীতে দারিদ্র বলে কিছুই থাকবে না। পবিত্র কুরআনে সূরা মায়েদার ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا ۔

অর্থ: যে কোনো পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হাত কেটে দাও।

এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আদর্শ দণ্ড। পশ্চিমারা বলবে, হাত কেটে ফেলা এটা বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা। তারা মনে করে, সৌদি আরবে, যেখানে এই আইন প্রচলিত আছে, সেখানে প্রতি দুজনের মধ্যে একজনের হাত কাটা। আমি সৌদি আরবে বেশ কয়েকবার গিয়েছি। আমি এমন একজন মানুষকেও দেখি নি যার হাত কাটা।

অবশ্য খুব সামান্য কিছু লোক থাকবে, যারা এ শাস্তি পেয়েছে। তবে পশ্চিমারা যে রকম মনে করে আর প্রচার করে, ব্যাপারটা তেমন মোটেই না। তারা বলে, যদি কেউ ডাকাতি করে, আর যদি তার হাত কেটে ফেলা হয়, তার পরিবারের কী হবে?

তার সন্তানের কী হবে? এটা খুব নিষ্ঠুর কাজ। আমি বলব ইসলামই সে ব্যবস্থা করবে। যদি কারো সমস্যা থাকে। ইসলামি সরকার তার পরিবারের দেখাশোনা করবে। প্রশ্ন হচ্ছে, কতজন মানুষের হাত কাটা হবে? আইনের কারণে কেউ ডাকাতির সাহসই পাবে না। তাহলে শাস্তিটা দেয়া হবে কাকে? অন্যায়ই যেখানে থাকবে না, সেখানে শাস্তি প্রয়োগ করার কথাই কেন আসবে? আমেরিকা বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোর একটি। আপনি কি জানেন আমেরিকায় অপরাধের হারও বেশি? আমার প্রশ্ন হল, আমেরিকায় যদি ইসলামি শরিয়ার প্রচলন করা হয় যেখানে সব ধনী লোক যাকাত দেবে। এরপরও কেউ চুরি করলে তার হাত কেটে ফেলা হবে শাস্তি হিসেবে। এতে করে কি আমেরিকায় সন্ত্রাস, চুরি-ডাকাতির হার বেড়ে যাবে? একই রকম থাকবে? নাকি কমে যাবে? আর এটাই কার্যকর আইন। ইসলামি শরিয়া প্রয়োগ করলে তার ফলও পাওয়া যাবে। সে জন্যই বলেছিলাম, ইসলাম ভালো কথা বলার পাশাপাশি সেগুলো বাস্তবায়নের পথও দেখায়। আর এ কারণেই পশ্চিমাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করছে। আপনাকে একটি উদাহরণ দিই, বেশির দর্শন, ধর্ম এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সংবিধানও বলে যে, আপনি মহিলাদের উত্যক্ত করবেন না, তাদের ধর্ষণ করবেন না। ইসলামও একই কথা বলে। তবে ইসলাম আপনাকে পথ দেখায় কীভাবে এ অবস্থা অর্জন করবেন। যেখানে লোকজন মেয়েদের উত্যক্ত করবে না অথবা মেয়েদের ধর্ষণ করবে না।

পর্দা পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্যেই প্রযোজ্য

ইসলামে পর্দা হিসেবে হিজাবের বিধান রয়েছে। সাধারণত ইসলামি বক্তারা সব সময় মহিলাদের হিজাবের কথা বলে। কিন্তু আল্লাহ পবিত্র কুরআনে প্রথমে বলেছেন পুরুষের হিজাবের কথা, তারপর নারীদের হিজাব।

সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে আছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ـ

অর্থ : মুমিনদেরকে বলো তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে হেফাযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে।

যখনই কোনো পুরুষ কোনো মহিলার দিকে তাকাবে, যদি তার মনে কোনো খারাপ চিন্তা আসে, আল-কুরআন বলছে যে, তার দৃষ্টি নিচু করবে। আমার একজন বন্ধু একটা মেয়ের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই, তুমি কী করছ? ইসলাম এটার অনুমোদন দেয় না। সে আমাকে বলল, রাসূল

ﷺ বলেছেন, "প্রথম দৃষ্টিটার অনুমতি আছে, দ্বিতীয় দৃষ্টি নিষিদ্ধ।" আমি আমার প্রথম দৃষ্টির অর্ধেকও পূরণ করি নি। আমাদের নবী করীম ﷺ কি বুঝিয়েছেন যে, প্রথম দৃষ্টির অনুমতি আছে, দ্বিতীয় দৃষ্টি নিষিদ্ধ? এর মানে এই না যে, আপনি একজন মহিলার দিকে তাকাবেন আর দশ মিনিট ধরে তাকিয়ে থাকবেন। চোখের পলক না ফেলে। আমাদের নবী করীম ﷺ যা বলেছেন তা হলো, যদি কোনো মহিলার দিকে হঠাৎ করে নজর পড়ে গেল, তৎক্ষণাত দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন এবং তার দিকে আর দ্বিতীয়বার স্বেচ্ছায় তাকাবেন না।

এর পরের আয়াত অর্থাৎ সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে আছে–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : হে নবী, মুমিন স্ত্রীলোকদের বলেন, তারা যেন নিজেদের চোখকে নিম্নগামী রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে ও নিজেদের সাজ-সজ্জা না দেখায়। কেবল সেসব জিনিস ছাড়া যা আপনা হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বক্ষদেশের ওপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে। আর নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করবে না; কিন্তু কেবল এ লোকদের সামনে, তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীদের পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র, নিজেদের মেলামেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের দাসী, সেসব অধীনস্থ পুরুষ

যাদের অন্য কোনো রকম গরয নেই। আর সেসব বালক যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল হয় নি। তারা নিজেদের পা জমিনের ওপর মেরে চলাফেরা করবে না, এভাবে যে, নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে লোকেরা তা জানতে পারে। হে মুমিন লোকেরা! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।

হিজাবের নিয়ম-কানুন আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে। প্রধানত নিয়ম ছয়টি।

১. পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকতে হবে। মেয়েদের জন্য মুখ আর হাতের কব্জি ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢাকতে হবে। অন্য পাঁচটি নিয়ম পুরুষ ও মহিলার জন্য একই।

২. তারা যে পোশাক পরবে সেটা এ রকম আঁটসাঁট হবে না যে, তাদের দেহের গড়ন বোঝা যাবে।

৩. পোশাক এমন স্বচ্ছ হবে না, যাতে ভেতর দিকে দেখা যায়।

৪. পোশাক এরকম আকর্ষণীয় হবে না যা বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করে।

৫. এ পোশাক এমন হবে না, যা অবিশ্বাসীদের মতো, যেমন : খ্রিস্টানদের মতো ক্রস পরতে পারবে না। আর

৬. এমন পোশাক পরা যাবে না, যা বিপরীত লিঙ্গের পোশাকের মতো। হিজাব বলতে শুধু পোশাক বোঝায় না। মানুষের আচরণ, ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গি এমনকি অভিপ্রায়কেও বুঝায়। পোশাকের পাশাপাশি চোখ, মন, চিন্তা এমনকি হৃদয়েরও হিজাব থাকবে।

সূরা আহজাবের ৫৯ নং আয়াতে মেয়েদের হিজাবের কারণের কথা বলা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ـ

অর্থ : হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে ও মুমিন নারীগণকে বলো, তারা যেন নিজেদের ওপর চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। ফলে তাদেরকে চিনতে পারা যাবে এবং উত্যক্ত করা হবে না।

ধরুন, কুয়ালামপুরের রাস্তায় দুজন সহদর বোন হাঁটছে। একজন ইসলামিক হিজাব পরে আছে– পুরো শরীর ঢাকা শুধু মুখ ও হাতের কব্জি বাদে। আর অন্য বোনটি পোশাক পরে আছে আধুনিক স্টাইলে স্কার্ট আর মিনি। তারা দু'জনেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। রাস্তায় বখাটে মাস্তান দাঁড়িয়ে আছে উত্যক্ত করার জন্য, শিকারের আশায়। এবার বলুন বোনদের মধ্যে কোনো বোনকে সে উত্যক্ত করবে? এটাই স্বাভাবিক যে, সে মিনি স্কার্ট পরা মেয়েটাকে উত্যক্ত করবে।

ধর্ষণের শাস্তি কেন মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত

এরপর পবিত্র কুরআনে বলছে, যদি কোনো লোক কোন মহিলাকে ধর্ষণ করে, এর শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। পশ্চিমারা বলবে, মৃত্যুদণ্ড.....? ইসলাম একটা বর্বরসুলভ ধর্ম। কিন্তু আমি অনেক পশ্চিমাকে জিজ্ঞেস করেছি। ধরুন, আল্লাহ না করুন, কেউ একজন আপনার স্ত্রী অথবা মাকে অথবা বোনকে ধর্ষণ করে। আর আপনিই সেখানে বিচারক। ধর্ষককে আপনার সামনে নিয়ে আসা হলে আপনি তাকে কী শাস্তি দেবেন? বিশ্বাস করুন, তারা সবাই বলেছে, তারা সেই ধর্ষককে মৃত্যুদণ্ড দিবে।

কেউ কেউ এটাও বলেছে, তারা তাকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়ে মারবে। তারা এমন বলে কেন? কেন এই দুমুখো নীতি? অন্য কারো স্ত্রী বা মাকে ধর্ষণ করা হলে বলে, ওহ! মৃত্যুদণ্ড একটা বর্বরসুলভ আইন। আর আপনার স্ত্রীকে ধর্ষণ করলে তাকে আপনারা মৃত্যুদণ্ড দিতে চান। কেন এই দুমুখো নীতি? মাত্র একজন লোক, এখন পর্যন্ত মাত্র একজন পশ্চিমাবাসী আমাকে অন্য রকম উত্তর দিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, "প্রথমে যদি কেউ আমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে তাহলে আমি তাকে সাত বছরের কারাদণ্ড দিব। আর এরপর যদি আমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে, তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিব।" ওখানে অনেক স্মার্ট লোক আছে যারা এভাবে উত্তর দেয়। আমি তখন তাকে বললাম, ভাই তুমি কি আমেরিকার পরিসংখ্যান জানো, যেটা আমরা জানি? যদি কেউ ধর্ষণ করার কারণে দোষী সাব্যস্ত হয়, আমেরিকার সরকার বলে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। কিন্তু পরিসংখ্যান আমাদের বলে যে, ধর্ষণের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীরা জেল খাটার পর যখন মুক্তি পায়, তাদের শতকরা ৯৫ জনই আবার ধর্ষণ করে। আমি সেই পশ্চিমাকে বলেছিলাম, যদি আপনি চান আপনার স্ত্রী আবার ধর্ষিতা হোক সেটা আপনার ব্যাপার। তাকে সাত বছর জেল দিয়ে আবার ধর্ষণ করার জন্য মুক্তি দেবেন? যদি আপনি চান আপনার স্ত্রী বারবার ধর্ষিতা হবে, তবে আপনি সেই আইন প্রয়োগ করুন। সে যখন এই পরিসংখ্যান শুনলো, তখন বলল, এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে আমি প্রথমবারেই মৃত্যুদণ্ড দিব।

আজকের দিনে, আমেরিকায়, এফ.বি.আই এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯০ সালে এক লক্ষ দুই হাজার পাঁচশো পঞ্চান্নটি ধর্ষণের কেস রিপোর্ট করা হয়েছে। আরো বলেছে যে, এ রিপোর্ট মোট ধর্ষণের ঘটনার মাত্র ১৬ ভাগ কেস রিপোর্ট করা হয়েছে। তার মানে ১৯৯০ সালে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার ৯ শত ৬৮টি। অর্থাৎ ১৯৯০ সালে গড়ে প্রতিদিন ১ হাজার ৭ শত ৫৬টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯২-৯৩ সালে প্রতিদিন গড়ে ১ হাজার ৯ শতেরও বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ প্রতি ১.৩ মিনিটে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে একটা। আমরা এখানে আছি প্রায় ১ ঘণ্টা। এ সময়ে ৪০টিরও বেশি ধর্ষণ হয়েছে আমেরিকায়।

আবারও বলছি যতগুলো ঘটনা ঘটছে, তার কেস রিপোর্ট করা হয়েছে ১৬%। যতগুলো কেস রিপোর্ট করা হয়েছে তার ১০% অ্যারেস্ট হয়েছে। তার মানে ধর্ষকদের মাত্র ১.৬% এরেস্ট হয়েছে। যারা অ্যারেস্ট হয়েছে তাদের ৫০% মুক্তি পেয়েছে বিচার হওয়ার আগেই বিনা বিচারে। অর্থাৎ মাত্র .০৮ শতাংশ ধর্ষকের বিচার হয়েছে। এর অর্থ হলো, যদি একজন মানুষ ১২৫টি ধর্ষণ করে, তার অ্যারেস্ট এবং বিচার হওয়ার সম্ভাবনাও মাত্র ১%। ১২৫টি ধর্ষণ করলেন আর মাত্র একবার শাস্তি পেলেন। কেউ ১২৫টি ধর্ষণ করবে আর সরকার তাকে শাস্তি দেবে এর সম্ভাবনা ১%, বেশ সুন্দর খেলা। আর যাদের বিচার হয়, তাদের ৫০% শাস্তি পায় ১ বছরের কম কারাদণ্ড। আইনে সাত বছরের কারাদণ্ড থাকলেও জজ বলে যে, সে প্রথমবার ধর্ষণ করেছে, শাস্তি একটু কমই দিই। একটু নরম হই।

১২৫টি ধর্ষণ করলে সে একবার বিচারের সম্মুখীন হয়। আর জজ বলে একটু নরম হই। প্রথমবার ধর্ষণ করেছে। এটা হলো আমেরিকার এফবিআই– এরই পরিসংখ্যান। আমার প্রশ্ন হলো, যদি আমেরিকায় ইসলামিক শরিয়া প্রয়োগ করা হয়, যখনই কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে দেখবে সে দৃষ্টি নিচু করবে, মহিলারা হিজাব পরবে। পুরো শরীর ঢাকা মুখ আর হাতের কব্জি বাদে। তারপরও যদি কেউ ধর্ষণ করে, তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। তাহলে আমেরিকায় ধর্ষণের হার কি বেড়ে যাবে? নাকি একই রকম থাকবে? নাকি কমবে? নিশ্চয়ই কমবে। এটাই কার্যকর আইন। আপনি ইসলামি শরিয়া প্রয়োগ করলে হাতে হাতে ফল পাবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আগেও বলেছি, ইসলাম মানব জাতির সমস্যার সমাধান দেয়।

পশ্চিমের ভয়াবহ মাদক সমস্যা

পশ্চিমা দেশগুলোর আরেকটা সমস্যা মাদক। এটা থেকে অন্যান্য সমস্যাও জন্ম নেয়।

পবিত্র কুরআনে সূরা মায়েদার ৯০ নং আয়াতে সমাধান দিয়ে বলছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

অর্থ : হে মু'মিনগণ! মদপান ও জুয়া ঘৃণ্য বস্তু। মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক তীর এগুলো শয়তানের কাজ, এগুলো বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।

আল-কুরআন বলছে, মদপান, জুয়া, ভাগ্য গণনা এগুলো শয়তানের কাজ। এ কাজগুলো বর্জন কর যেন তোমরা সফল হও। মস্তিষ্কের একটা অংশ আছে যা আপনাকে অনুচিত কাজ করতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আমার যদি এখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হয়, মন বলবে এখানে করো না, টয়লেটে যাও। কারো সাথে অশ্রদ্ধার সাথে কথা বললে, মন বলবে, শ্রদ্ধার সাথে কথা বল। যখন আপনি মদপান করেন, মস্তিষ্কের এই অংশটা ঘুমিয়ে পড়ে অ্যালকোহলের জন্য। আর আপনি অনেক মদ্যপ পাবেন, যারা জামা-কাপড়েই প্রস্রাব করে। কথা বলে অশ্লীল ভাষায়। বাবা-মাকে অশ্রদ্ধা করে। সামনে কে আছে কেয়ার করে না। মুখে যা আসে তাই বলে।

কারণ, মস্তিষ্কের সজাগ অংশটা ঘুমিয়ে পড়ে। আর পরিসংখ্যান বলে, আমেরিকায় যে ধর্ষণ সংঘটিত হয় তার বেশির ভাগ, বেশিরভাগ মানে শতকরা ৯৫ ভাগের বেশি ধর্ষণ সংঘটিত হয় একজন যখন মাতাল থাকে সেই অবস্থায়। হয় ধর্ষক মাতাল থাকে নতুবা দুর্বল জন, যে ধর্ষিতা হয় সে মাতাল থাকে। আর এর প্রায় সব ঘটনাই হল অজাচার। অজাচার মানে কি জানেন? অজাচার মানে নিকটাত্মীয়ের সাথে যৌনকর্ম। বাবা-মেয়ে, মা-ছেলে, ভাই-বোন। আর এটা তখনই হয় যখন মানুষ মাতাল থাকে। আর এমনকি এইডসের অন্যতম একটি কারণ হলো অ্যালকোহলিজম। এটা খুবই বিপদজনক একটা রোগ। কেউ কেউ হয়তো বলতে পারে আমরা তো সোস্যাল ড্রিংকার। মানে, এই মাঝে মাঝে একটু খাই। কিছু লোক বলে, ঠাণ্ডা দেশে যেহেতু অনেক ঠাণ্ডা, তাই এক পেগ খাই। আমি তাদের বলি তাহলে ফায়ার প্লেসের পাশে গিয়ে বসুন। আর খেতে যদি হয়, তাহলে মধু খান। এতে আপনি এলকোহলের চেয়ে বেশি গরম হবেন। কোনো ধাক্কা পাবেন না যেটা বিয়ারে পাবেন। কিছু পশ্চিমা লোক আমাকে বলে, দেখেন জাকির ভাই, ইসলাম গ্রহণে আপত্তি নেই; কিন্তু আমি অ্যালকোহল ছাড়তে পারবো না।

কিছু কিছু লোক আছে যারা এমন অজুহাত দেবে ইসলাম গ্রহণ না করার জন্য। আমি বলেছিলাম, দেখেন, ধরুন, আমি আপনাকে অনুমতি দিলাম অ্যালকোহল গ্রহণ করার। আপনি মুসলিম হয়েও অ্যালকোহল গ্রহণ করতে পারবেন। তাহলে কি আপনি ইসলাম গ্রহণ করবেন? সে চুপ হয়ে গেল। শুধু এই একটি কারণেই ইসলাম গ্রহণ করছে না তা না, সমস্যা নেই ইসলাম গ্রহণে যদি মদপানই একমাত্র বাধা হয়। আমি আপনাকে সার্টিফিকেট দেবো কোনো সমস্যা নেই। ইসলামের অন্য কর্তব্যগুলো পালন করুন। আল্লাহ মানুষের ইসলাম গ্রহণ না করার অজুহাতগুলো দেখবেন না। তবে ইসলামে এ সমস্যার সমাধান আছে।

কেউ কেউ বলে, আমার বাবা একজন সোশ্যাল ড্রিংকার। অনেকদিন ধরেই ড্রিংক করছে। আমি তাদেরকে বলি, প্রত্যেক মদ্যপায়ী যদি তার ইন্টারভিউ নেন, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, কোনো মানুষই অ্যালকোহলিক মধ্যপ হওয়ার জন্য মদ পান শুরু করে না। শুরু করে একজন সোশ্যাল ড্রিংকার হিসেবে। আর অনেকেই শেষে মদ্যপ হয়ে যায়। সে হয়তো বলবে তার ইচ্ছেশক্তির খুব জোর। সপ্তাহে মাত্র এক পেগ বা দুই পেগ খান আর কখনো মাতাল হন না। আমি বলব যে, কোনো মানুষ, যদি সে সোশ্যাল ড্রিংকার হয়। অন্তত্পক্ষে জীবনে একবার যদি কোনো অন্যায় করে যেমন ধর্ষণ অথবা অজাচার। সে ভদ্রলোক হয়ে থাকলে নিজেকে কি কোনো দিন ক্ষমা করতে পারবে? ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে তা আর পূরণীয় নয়।

অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তার নিজের আর যে আক্রান্ত সে কখনো ভুলতে পারবে না। ধরুন, মাতাল অবস্থায় বাবা মেয়ের সাথে অজাচার করলো, সে কি কখনো নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে? তাই আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইবনে মাজাহ, খণ্ড ৩, হাদিস ৩৩৯২ নং এ বলেছেন–

"যেটা বেশি খেলে তুমি মাতাল হও, সেটা কম খাওয়াও নিষিদ্ধ, এখানে কোনো অজুহাত চলবে না।" নবী করীম ﷺ ইবনে মাজাহ-এর খণ্ড তিন অধ্যায়-৩০, হাদীস–৩৩৭১-এ আরো বলেছেন, "মাদকদ্রব্য হচ্ছে অন্যান্য অন্যায়ের মূল।"

এটা সব অন্যায়ের মূল। মাদক দ্রব্যের কারণেই আজ আমাদের সমাজে এতো অন্যায়। টিজ করা, ধর্ষণ, অসুখ অনেক কিছু। হাদীস নং ৩৩৮০-এ বলেছেন, "দশ প্রকার মানুষ হলো অভিশপ্ত। যেমন :

১. যারা অ্যালকোহল নিয়ে থাকে,

২. যারা অ্যালকোহল তৈরি করে,

৩. যারা অন্যের জন্য তৈরি করে,

৪. যারা এটা পান করে,

৫. যারা এটা বহন করে,

৬. যারা অন্যের জন্য বহন করে,

৭. যারা পরিবেশন করে,

৮. যারা এটা বিক্রি করে,

৯. যারা এই মদ বিক্রি থেকে লাভ করে এবং

১০. যারা অন্যের জন্য কেনে। এসব ধরনের মানুষের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।"

আর অনেক অসুখ আছে যাতে মানুষ আক্রান্ত হতে পারে যদি মাদকদ্রব্য নেয়–যেটা সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্বও জানে। এর ওপর আলোচনা করলে, শুধু অসুখের নামের লিস্ট করলেই দিন পেরিয়ে যাবে। আমি কয়েকটার নাম উল্লেখ করছি। খুব বিপদজ্জনক একটা অসুখ হলো লিভার সিরোসিস। গলায় টিউমার, মাথায় ও ঘাড়ে টিউমার, পাকস্থলিতে, লিভারে টিউমার। ইউমোফ্র্যাজাইটিস, গ্যাস্টাইটিস, প্যানকার্টাইটিস, হেপাটাইটিস, কার্ডিও মায়াপ্যাথি, এনজায়না, হাইপারটেনশন, আরথ্রো সিরোসিস। এ সব অসুখই অ্যালকোহলের সাথে যুক্ত। মদের সাথে সম্পর্ক আছে স্ট্রোক, ফিট হওয়া, প্যারালাইসিস অ্যাপোপ্লেক্সির হতে পারে ওয়াটনিক্স কাসকো সিনড্রোম যার ফলে রোগী বর্তমানের কথা ভুলে যায় আর অতীতের কথা মনে পড়ে। হতে পারে থাইসেন ডেফিশিয়েন্সি। প্যালগ্রা, বেরি বেরি, ডেলিরিয়াম ইন্টারমিনেন্স, অপারেশনের পর ইনফেকশন। যখন সে মদ খাওয়া ছেড়ে দিতে চায় আর এরকম অবস্থায় খুব আধুনিক হাসপাতালেও সে মারা যেতে পারে।

বিভিন্ন এন্ড্রোক্রাইনাল সমস্যা যেমন মিক্সোডিমা, হাইপোথারডিজম, কাসকি সিনড্রোম ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। হতে পারে ফলিক এসিড ডেফিশিয়েন্সি–যার সাথেই আছে মাইক্রোসারন্টিক এনিমিয়া। হতে পারে প্লেটলি ডিজঅর্ডার, থাম্বোসাইটাপিনিয়া। সাধারণ ওষুধ যেমন ফ্লাজিল বা মেট্রোনিডাজল কাজ করবে না যদি সে নিয়মিত অ্যালকোহল পান করে। অ্যালকোহল পান করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ হতে পারে। এরকম সময়ে কফ ফুসফুসে চলে যেতে পারে। হতে পারে লং লং অ্যাবসিসি, এনফেসিমা। মানুষ এসব রোগে মারাও যায়। অ্যালকোহল মহিলাদের আরো বেশি ক্ষতি করে। গর্ভবতী

অবস্থায় অ্যালকোহল পান করলে হতে পারে অ্যালকোহল ফিটা সিনড্রোম। এতে সন্তানেরও ক্ষতি হতে পারে। চর্মরোগ হতে পারে। অনেক অসুখ হতে পারে। আপনি এই অসুখগুলোর লিস্ট করবেন কয়েকদিন, আলোচনা করবেন কয়েক মাস। তবে, পশ্চিমা ডাক্তারগণ বলছে, অ্যালকোহলিজম একটা অসুখ, অ্যাডিক্শন না।

আপনাদের যেমন টাইফয়েড হতে পারে, টিউবার ফুলোসিস হতে পারে, আর আমরা সাধারণত অসুস্থ মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখাই। বেচারার টাইফয়েড হয়েছে, অসুখে পড়ে কষ্ট পাচ্ছে। ডাক্তাররাই জানাচ্ছে অ্যালকোহলিজম একটা অসুখ। আমি তাদের বলি, অ্যালকোহলিজম অসুখ হয়ে থাকলে এটাই একমাত্র অসুখ যা বোতলে বিক্রি হয়। এটাই একমাত্র অসুখ যা দিয়ে বিভিন্ন দেশের সরকার আয় করে পশ্চিমা সরকারগুলোর সাহায্যে। এটাই একমাত্র অসুখ যার বিজ্ঞাপন দেখানো হয় টেলিভিশনে, রেডিওতে। নিউজপেপারে আর ম্যাগাজিনে। এটাই একমাত্র অসুখ যার কারণে হাইওয়েতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এটাই একমাত্র অসুখ যা পরিবার ধ্বংস করে দেয়। এটাই একমাত্র অসুখ যা ভাইরাস বা রোগ জীবাণুতে ছড়ায় না। এটা কোনো অসুখ না।

আল-কুরআনের সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা, ভাগ্য নির্ধারক তীর (এসব অসুখ নয়) ঘৃণ্য এবং শয়তানের কাজ। সুতরাং এগুলো থেকে বিরত থাক। তবেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

আর ইসলামে সমাধানও আছে। আর সেটা হলো সালাতে। সালাত শুধু প্রার্থনাই নয়, প্রার্থনা মানে মুক্তির জন্য সাহায্যের আবেদন করা। সালাতে সাহায্য চাওয়ার পাশাপশি আমরা আল্লাহর নির্দেশনা চাই এবং তার প্রশংসা করি। এজন্য সালাতকে আমি বলি এক ধরনের প্রোগ্রামিং, এক ধরনের কন্ডিশনিং। কেউ যদি বলে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? উত্তর প্রোগ্রামিং-এ যাচ্ছি। উত্তরটা ভালো শোনায় না সেজন্যে লোকে প্রার্থনাকে সালাত করে সালাতের পুরো অর্থ বোঝা যায় না। সালাতে আমাদের মনে করিয়ে দেয়া হয়। যখন ইমাম সূরা ফাতিহার পর বিভিন্ন আয়াত পাঠ করেন, তিনি সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াত পড়তে পারেন যে, তোমার সম্পদ

বিচারকগণের নিকট পেশ করো না" অর্থাৎ ঘুষ দিয়ো না। সূরা মায়িদার ৯০ ন আয়াত পড়তে পারেন, মদ্যপান ও জুয়া শয়তানের কাজ।

আমরা বার বার প্রোগ্রামড হচ্ছি। কারণ, পৃথিবী এমনভাবে প্রলুব্ধ করে তাতে করে হতে পারে আমরা বিপথে চলে গেলাম। সে জন্য আল্লাহ আমাদের সমাধান দিয়েছেন। কিভাবে আমরা সুপথে থাকব। আজকের দিনে পশ্চিমা বিশ্ব সবচেয়ে বেশি ভয় পায় ইসলামকে। আপনি জানেন, কেন? কারণ, যে আনন্দ বিলাসের শীর্ষে তারা আছে, সব ক্ষতিকর জিনিসই তাদের সমাজে আছে। তারা ভয় পাচ্ছে যদি ইসলাম ছড়িয়ে যায়, এসব কিছুই বন্ধ হয়ে যাবে। অ্যালকোহল, মদ, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে। রেডিও, টেলিভিশন, ম্যাগাজিন, নিউজ পেপার সর্বত্র ইসলামের বিরুদ্ধে বলছে। ইসলামের নিন্দা করছে। কোথাও বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে সেটা অবশ্যই কোনো মুসলমান করেছে। মুসলমানরা মৌলবাদী আর সন্ত্রাসী। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা বোম্বিং-এর সময়ও। নিউজপেপারের হেডিং ছিল- মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র। কিছুদিন পর তারা জানতে পারল কাজটা একজন আমেরিকার সৈন্যের। কিন্তু এটা খবরের কাগজের মাঝখানে এসেছিল, হেডলাইন হয় নি।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

মুসলমানরা মৌলবাদী এটা হেডলাইনে আসবে আর আসল কারণ ভেতরে। এরকম খবরও শুনে থাকবেন যে, পঞ্চাশ বছরের একজন মুসলমান ষোলো বছরের এক মেয়েকে বিয়ে করেছে। ছোট করে লেখা যে অনুমতি নিয়ে। খবরের কাগজের হেড লাইন হবে এটা। কিন্তু যখন পঞ্চাশ বছরের অমুসলিম লোক ছয় বছরের একটা মেয়েকে ধর্ষণ করে। এ খবরটা ছোট করে আসবে। কাগজের কোনো এক কোণায়। অনুমতি নিয়ে যদি বিয়ে করেন, মেয়ে, বাবা-মায়ের অনুমতি, তারপরও সেটা অন্যায়। তার মানে হলো পশ্চিমা বিশ্বের নেতারা ইসলামের নিন্দা করে। মুসলমানরা মৌলবাদী, মুসলমানরা সন্ত্রাসী। ইসলাম মেয়েদেরকে ছোট করে দেখে, এসব। এর উত্তর আমি দিয়েছি আমার 'ইসলামে মেয়েদের অধিকার' ক্যাসেটে।

পশ্চিমারা ফিরে আসছে ইসলামে

ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার উপর যে লেকচার দিয়েছিলাম সেখানেও পাবেন। পশ্চিমা নেতারা সব সময় ইসলামের বিরুদ্ধে থাকলেও আলহামদুলিল্লাহ অনেক পশ্চিমাই ইসলাম গ্রহণ করছে। এই প্রশ্নটা ভুল হবে যদি বলেন, কেন পশ্চিমারা ইসলামের কাছে আসছে? পশ্চিমারা ইসলামের কাছে আসছে না তারা ইসলামের

কাছে ফিরে আসছে। কারণ আমাদের মহানবী ﷺ বলেছেন– كل مولد يولد على الفطرة। "প্রত্যেক মানুষ দ্বীন-উল-ফিতর নিয়ে জন্মায়"। অর্থাৎ আল্লাহর ধর্ম, মুসলমান হয়ে জন্ম নেয়। পরবর্তীতে তার বাবা-মা আর আশেপাশের অন্যান্য লোকের প্রভাবে সে শুরু করে দেয় মূর্তিপূজা বা আগুন পূজা। তাই লোকে বলে 'কনভার্ট' আর আমি বলব 'রিভার্ট'। 'কনভার্ট' মানে এক পথ থেকে অন্য পথে যাওয়া। 'রিভার্ট' মানে আর সঠিক পথে ফিরে আসা।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,–

"আমি তোমার ওপর অবতীর্ণ করেছি সত্যসহ কিতাব, মানবজাতির নির্দেশনার জন্য। শুধু মুসলমান, আরব বা পশ্চিমাদের নির্দেশনার জন্য না সমগ্র মানব জাতির জন্য।"

মহানবী মুহাম্মদ ﷺ শুধু আরবদের বা পশ্চিমাদের নবী নয়, তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের নবী।

সূরা আল আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতে আছে–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ : আমি তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।

সূরা সাবায় ২৮ নং আয়াতে আছে–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র মানবজাতির জন্য, তাদের প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

তাই সঠিক আর নির্ভুল শব্দটা হবে রিভার্ট। সে জন্য আমি বলব পশ্চিমারা আসছে না, পশ্চিমারা ফিরে আসছে ইসলামের দিকে। ইসলাম শুধু পশ্চিমাদের জন্যও নয়। ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য।

সূরা ইব্রাহীমের ১ নং আয়াতে আছে–

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ

অর্থ : আলিফ-লাম-রা। এ কিতাব তোমার ওপর অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে বের করে আনতে পারো অন্ধকার থেকে আলোতে।

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আছে–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۔

অর্থ : রমজান মাসে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে। সমগ্র মানবজাতির পথের দিশারী রূপে।

পশ্চিমে সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করছে ইসলাম

আর সে জন্যই ইসলাম ধর্ম সমগ্র মানবজাতির। এ কথাটাই একবার ছাপা হয়েছিল 'প্লেইনটুথ' ম্যাগাজিনে। রেফারেন্স ছিল। রিডার্স ডাইজেস্ট অ্যালামনাই ইয়ারবুক ১৯৮৬, সেখানে পরিসংখ্যান ছিল, প্রধান ধর্মগুলোর অনুসারীর সংখ্যা কত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে? এক নম্বরে ছিল ইসলাম ২৩৪ পারসেন্ট। খ্রিস্টান ধর্ম মাত্র ৪৭%। আজ আমেরিকাসহ ইউরোপের সর্বত্র যে ধর্মের প্রসার সবচেয়ে বেশি সেটা হলো ইসলাম।

এ কথাটাই আল্লাহ বলেছেন সূরা সাফ-এর ৯ নং আয়াত এবং সূরা আত তওবার ৩৩ নং আয়াতে–

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ ۔

অর্থ : আল্লাহ তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ।

যাতে করে ইসলাম অন্য সব মতবাদের ওপর থাকে। তা হতে পারে নাস্তিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, মার্কসিজম, কম্যুনিজম, পশ্চিমাবাদ, পুঁজিবাদ ইসলাম সবার উপরে অবস্থান করে, সবার উপরে বিজয়ী হয়। "যদিও মুনাফিকগণ এটা অপছন্দ করে। যদিও পূজারিগণ এটা অপছন্দ করে।"

সূরা আল-ফাত্হ-এর ২৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

অর্থ : আল্লাহ তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ যেন ইসলাম অন্য সব মতবাদের ওপর থাকে।

হতে পারে সেটা হিন্দুধর্ম, ইহুদিধর্ম, খ্রিস্টানধর্ম, কম্যুনিজম, ধর্মনিরপেক্ষতা, নাস্তিকতা, পশ্চিমাবাদ ইসলাম সব কিছুর উপরে অবস্থান করে। আল্লাহ্ সাক্ষী দিচ্ছেন যে, আমাদের এই ইসলাম ধর্ম পুরো পৃথিবীতে বিরাজ করবে।

আমার কথা শেষ করার আগে পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিচ্ছি–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ـ

অর্থ : নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।

ওয়া আখিরুদ্দাওয়ানা ওয়ানিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

বহুবিবাহের মাধ্যমে কি পুরুষ নিজেকে পরীক্ষায় ফেলে?

প্রশ্ন ১ ঃ প্রশ্নকারিনী মহিলা ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কুরআনে খুব স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, বহুবিবাহ করলে স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে হবে। যদিও এটা খুব কঠিন। তাই যে পুরুষ একাধিক বিয়ে করছেন তিনি আসলে নিজেকেই পরীক্ষায় ফেলেছেন। অন্যদিকে আপনি যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে মনে হয় বহুবিবাহ-ই একমাত্র সমাধান। এখন আমার ধারণা যে পুরুষ একাধিক বিয়ে করছেন তিনি আসলে নিজেকেই পরীক্ষায় ফেলছেন। এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলেন।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি বেশ সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আপনি ঠিকই বলেছেন যে, যে পুরুষ একাধিক বিয়ে করছে, সে আসলে নিজেকেই পরীক্ষায় ফেলছে। আর আমরা আসলে সবাই এখানে পরীক্ষা দিতেই এসেছি। আর আপনি ভাবতে পারেন যে, আমরাতো কম পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে পারি। মানুষ আসলে বোকা, তাই বেশি পরীক্ষা দিতে চায়। যদি পরীক্ষায় ফেল করেন, তাহলে আপনার সমস্যা হবে। কিন্তু যদি পাস করেন, তাহলে আপনি পুরস্কারও পাবেন। কারণ ইসলামে বহু বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে মেয়েদের রক্ষা করার জন্য। আর সেজন্য আমাদের রাসূল ﷺ বলেছেন যে, 'সেই ব্যক্তিই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।' একাধিক স্ত্রী থাকলে ন্যায়বিচার করা খুব কঠিন। আমি পরিসংখ্যানে বলেছি, পৃথিবীতে মহিলার সংখ্যা বেশি। তবে আমি অনুপাতটা বলি নি। প্রতি হাজার পুরুষের জন্য পৃথিবীতে মহিলা রয়েছে এক হাজার পাঁচ জন। তার অর্থ প্রতি দুশো জনে একজন একাধিক বিয়ে করতে পারবেন। অনুপাতটা এরকম না যে প্রতি ১ জনে ৪ জন। মাত্র অর্ধেক পার্সেন্ট বেশি। আর এটাই বহুবিবাহ অনুমোদনের একটা কারণ। অন্য আরো কারণ আছে। অনেকের শারীরিক চাহিদা বেশি থাকে। যেটা সে বাজারে গিয়ে পছন্দ করে রক্ষিতা কিনতে পারে অথবা একাধিক বিয়ে করতে পারে।

এভাবে সে দুজনের উপকার করছে। নিজের উপকার করছে আর যে মহিলার নিরাপত্তা দরকার তারও উপকার করছে। ইসলাম সবার উপরেই সুবিচার করে। সবাইকে একটার বেশি বিয়ে করাতে বাধ্য করেছে না। কিন্তু যদি বিয়ে করে ন্যায়বিচার করতে পারেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ পুরস্কার পাবেন। আর যদি না পারেন

এটা কোন ফরয না যে অবশ্যই করতে হবে। এমনকি মুস্তাহাবও না। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

ডা. জাকির নায়েককে তার পিতা-মাতা কিভাবে লালন করেছেন?

প্রশ্ন ২ ঃ আমার নাম ফরিদা। এতোক্ষণ আপনার লেকচার শুনছিলাম যা খুব ভালো লাগছিল। আমি আপনাকে প্রশ্নটা এই জন্য করছি যে, আমি একজন মা। আমার সন্তানদের বড় করতে হবে। আপনি পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলেন, ডাক্তারি পাস করেছেন। আর এখন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ইসলামের ওপর লেকচার দিচ্ছেন। আপনার বাবা-মা আপনাকে কিভাবে বড়ো করেছিলেন? আপনি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন যাতে আমার মতো মায়েরা উপকৃত হতে পারে।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি আমার লেকচার শুনেছেন। জানেন যে, আমি একজন ডাক্তার। আল্লাহর পর এই পৃথিবীতে কাউকে যদি ধন্যবাদ দিতে হয়, তিনি আমার মা। তবে আমার বাবা, স্ত্রীসহ পরিবারের অন্য সবাইও দাওয়ায় নিয়োজিত। লোকে আমাকে প্রশ্ন করে, আপনার পরিবারের সবাই একই রকম! এটাতো দারুণ 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং'। আমি বলি যে, আমি বাবা-মায়ের পঞ্চম সন্তান। তারা যদি 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং' করতেন তাহলে আমি এখানে থাকতাম না। ভেবেছিলাম উনি প্রশ্নটা দিয়ে এমন কিছু বুঝাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ সে রকম ছিল না। লোকে ভাবে বেশি ছেলেমেয়ে থাকা ভাল না। তবে এটা ভাল হতেও পারে। এটা নির্ভর করে কিভাবে তাদের বড় করেছেন, মানুষ করছেন। আমার বাবা-মা আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন। তারা কখনো জোর করেন নি যে, এটা মানো, ধর্ম মানো। তবে তারা সব সময় কুরআন ও সুন্নত মেনে চলেছেন। মানুষ তার বাবা-মায়ের কাছ থেকেই শেখে। তবে সব সময় এমনটা হয় না। আমরা ইতিহাস থেকে জানি নবীদের সন্তানেরাও কুপথে গিয়েছিল। এটা আসলে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছে ছাড়া হয় না। কারণ সূরা আলে ইমরানের ১৬০ নং আয়াতে আছে,

إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থ : আল্লাহ সাহায্য করলে কেউ তোমাদের হারাতে পারবে না। যদি আল্লাহ সাহায্য না করেন, তাহলে তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে? তাই মুমিনদের উচিত আল্লাহরই ওপর নির্ভর করা।

আমার বাবা-মা আল্লাহর ওপর নির্ভর করেছেন। তারা আমাকে ডাক্তার বানানোর জন্য অনেক টাকা খরচ করেছেন। তারা চাইতেন আমি যেন ক্রিস বার্নাডের মতো হই। ক্রিস বার্নাড দক্ষিণ আফ্রিকার ডাক্তার যে প্রথম হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট অপারেশন করেছিল। মা তার সাথে দেখাও করেছিলেন। আমিও এই পেশাটা বেছে নিয়েছিলাম। কারণ, মানুষের সেবা করার জন্য ডাক্তারি সবচেয়ে ভালো পেশাগুলোর একটা। তাই আমি ডাক্তার হয়েছিলাম। আমার বাবাও একজন ডাক্তার ছিলেন। পরবর্তীতে শেখ আহমদ দীদাতের উৎসাহে আমি ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করলাম। তখন আবিষ্কার করলাম যে, আমার রোগীদের শারীরিক অসুখের বদলে আধ্যাত্মিক অসুখ সারিয়ে অনেক বেশি তৃপ্তি পাচ্ছি।

পৃথিবীতে হাজার হাজার ডাক্তার রয়েছেন, যারা বিনা মূল্যে চিকিৎসা করছেন। আমিও তাদের মতোই হব। তাই ঠিক করলাম ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে ইসলামের দিকে আহ্বানকারী হব। তখন আমার বাবা-মা আমাকে সমর্থন করেছেন। তারা বলতে পারতেন, তোমার পিছনে আমরা এতো টাকা খরচ করেছি, আমাদের অনেক আশা ছিল ইত্যাদি। আমার বাবা-মা আমাকে বলেছেন, কোনো সমস্যা নেই। এটাই আল্লাহর পথ। আমার মাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি কি চাও আমি শেখ আহমদ দীদাতের মতো হই, নাকি ক্রিস বার্নাড হই? তিনি বলেছিলেন আমি চাই তুমি এক সঙ্গে দুটোই হও। তবে এখন তিনি বলেন, আহমদ দীদাতের মত একজন দা'য়ীর জন্য আমি হাজার ক্রিস বার্নাড ছাড়তে পারি।

দাওয়ার ক্ষেত্রে ফ্যামিলির সমর্থন খুব বেশি দরকার। সন্তানকে কিভাবে বড় করত হবে এ ব্যাপারে জানতে পারবেন আমার লেকচার "শিশুর জন্য ইসলাম"। শিশুর সেরা শিক্ষক হল তার মা। আর প্রথমে যে বইটা বাবা-মায়ের উচিত সন্তানকে দেয়া, সেটা হলো কুরআন। কোন জীবনের প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত কার সঙ্গী থাকবে। আমার বাবা-মা আরবি ভাষার গুরুত্ব বুঝেছিলেন। আরবি ভাষা জানা থাকলে পবিত্র কুরআন সহজে বুঝা যায়। আপনার সন্তানকে আরবি ভাষা শেখালে সে সহজেই পবিত্র কুরআন পড়তে পারবে। কেউ যদি আল্লাহর পথে চেষ্টা করে আল্লাহ তাকে পথ দেখান।

সূরা আনকাবুতের ৬৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

অর্থ : যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন।'

তাই আপনি আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে যান। ঠিক পথে সংগ্রাম করে যান। আল্লাহ তাআলা আপনাকে সাহায্য করবেন। তাই প্রথমে দরকার আল্লাহর উপর বিশ্বাস, দ্বিতীয়টা হলো সংগ্রাম, আর তৃতীয়টা হলো কৌশল। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

মহিলাদের সংখ্যা বেশি : সমাধান বহুবিবাহ

প্রশ্ন ৩ (পুরুষ) ঃ শুভ সন্ধ্যা। আমার প্রশ্নটাও বহুবিবাহের ওপর। ইসলামে যাকাতের মতো সুন্দর ব্যবস্থা আছে। এখন পৃথিবীতে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। এর সমাধানের জন্য যাকাতের মতো কোনো ব্যবস্থার প্রচলন করা যায় কিনা?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, ইসলামে যাকাতের ব্যবস্থা আছে যা দারিদ্র্য আর অপরাধ কমায়। বহুবিবাহের ক্ষেত্রেও এমন ব্যবস্থা নেই কেন? ব্যবস্থা আছে। যাকাতের ক্ষেত্রে ধনীরা দরিদ্রদের সাথে সম্পত্তি শেয়ার করেন। আর বহুবিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রীরা স্বামীকে শেয়ার করেন। আলহামদুলিল্লাহ। যাকাত আর বহুবিবাহের মধ্যে একটা মিল রয়েছে। এভাবে আগে কখনো ভেবে দেখিনি। আপনার প্রশ্নই আমাকে দেখাল। তাই, এই প্রশ্ন-উত্তর সেশনটা আমার বেশ পছন্দ। যত বেশি প্রশ্ন আসে, আমার উত্তর তত বেশি উন্নত হয়। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন। মানুষ যত বেশি প্রশ্ন করে, আমার মাথা ততই খোলে। যাকাতের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সম্পদ দরিদ্রদের সাথে শেয়ার করা হয়। আর মহিলারা স্বামীকে শেয়ার করছেন এতে অন্য মহিলাদেরও রক্ষা করা হচ্ছে।

অমুসলিমদের ইসলামের প্রতি আগ্রহী হওয়ার কারণ

প্রশ্ন ৪ (মহিলা) ঃ আসসালামু আলাইকুম। পশ্চিমারা একেবারে নিয়মিতভাবে ইসলামের নামে কুৎসা রটাচ্ছে। আর কিছু কিছু মুসলমানের ব্যবহার একেবারেই ইসলামিক নয়। তারপরও অমুসলিমরা কেন ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে জানতে চায়? এর কারণ কি কোনো মুসলমানের ব্যবহার? নাকি পশ্চিমা দেশগুলোতে কোনো দাইয়ীর আমন্ত্রণ? অথবা এখানে কি আল্লাহর দেয়া হিদায়ার পাশাপাশি অন্য কারণও আছে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে, মিডিয়া পশ্চিমারা সব সময় ইসলামের বিরুদ্ধে। তারপরও কেন পশ্চিমারা (আলহামদুলিল্লাহ) ইসলাম গ্রহণ করছে। হিদায়া হচ্ছে সবচেয়ে বড় কারণ। এখন এটা কি দা'য়িদের কারণে হচ্ছে নাকি মুসলমানদের ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করছে? নাকি কারণটা অন্য কিছু। আমার মনে হয় না যে, আজকের মুসলমানদের দেখে পশ্চিমারা ইসলাম গ্রহণ করবে। ইউসুফ ইসলাম (খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণকারী বিখ্যাত সঙ্গীত তারকা, নাম ক্যাটস্ স্টিফেন।) বলেছিলেন, কোনো মুসলমানের সাথে দেখা হওয়ার আগে কুরআন পড়ে ভালই করেছিলেন। ওদের আগে দেখলে আমি কখনোই ইসলাম গ্রহণ করতাম না। এটা তার নিজের মতামত। হয়তো তিনি যে মুসলমানদের দেখেছিলেন, তারা অতোটা ভাল ছিল না। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন শুধু মুসলমানদের ব্যবহার দেখে। সেজন্য, আমি আমার লেকচারে বলি, ইসলাম ধর্ম ভাল কথা বলে; কিন্তু কিছু লোক ঠকাচ্ছে, ঘুষ দিচ্ছে, খারাপ কাজ করছে। এই ক্ষেত্রে আমি বলি যে, প্রত্যেক সমাজেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে। এখন, মিডিয়া এই কুলাঙ্গারগুলোকে সবার সামনে দেখাচ্ছে আর বলছে যে, মুসলমানরা এ রকম। বুঝাতে চায়, প্রত্যেক মুসলমানই খারাপ। তারা নিজেদের স্বার্থে এগুলো করছে। আমি তাদের বলি, (আলহামদুলিল্লাহ) মুসলমানরা ধর্মীয়ভাবে মদ পান করে না। মদ্যপান এখানে নিষিদ্ধ। মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি দান-খয়রাত করে।

পশ্চিমা মিডিয়া কুলাঙ্গারদের তুলে ধরে বলছে, এরাই মুসলমান। আমি একটা উদাহরণ দেব। ধরেন আপনি মার্সিডিজ বেঞ্জের নতুন মডেলের গাড়ি কিনতে গেছেন। আপনি গাড়িটা কেমন ভালো তা জানার জন্য একজন ড্রাইভারকে চালাতে দিলেন। ড্রাইভার অদক্ষ হওয়ার কারণে গাড়িটা এক্সিডেন্ট করল, কাকে দোষ দিবেন? গাড়িকে নাকি ড্রাইভারকে? নিশ্চয়ই ড্রাইভারকে দিবেন। গাড়িটাকে বিচার করতে হলে দেখতে হবে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন, ব্যবস্থাগুলো কতটা ভালো, কেমন তেল লাগে, স্পিড কেমন, যন্ত্রপাতির মান কেমন ইত্যাদি। তাই ইসলামকে বিচার করতে চাইলে, বিচার করুন পবিত্র কুরআন আর সহীহ হাদীস দিয়ে। গাড়িটা কত ভালো, সেটা দেখতে চাইলে একজন ভালো ড্রাইভারকে গাড়িতে বসান। যদি ইসলামকে বিচার করতে চান এর অনুসারীদের দিয়ে তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে বিচার করুন। বিচার যদি করতে চান, মূল গ্রন্থ দিয়ে বিচার করুন। যদিও মিডিয়া ইসলামের বিপক্ষে। আপনারা পাবেন সালমান রুশদীর মতো মানুয যে 'স্যাটানিক ভার্সেস' বইটা লিখেছে।

যারা বইটা পড়েছেন তারা জানেন। যদিও সে ওই বইতে নবী করীম ﷺ আর তাঁর স্ত্রীগণকে ছোট করেছে, (নাউযুবিল্লাহ)। তবুও অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে তার ঐ বইয়ের জন্য। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি শয়তানকে তার নিজের কাজে লাগাতে পারেন। অনেক লোকজন এটা নিয়ে গবেষণা শুরু করে দেখল যে, সে ভুল করেছে। তারা যখন মুহাম্মদ (স)-এর ওপর গবেষণা করল, (আলহামদুলিল্লাহ) তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করল। পশ্চিমারা ইসলামের যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করে, সেটা হল ইসলামে মেয়েদের অধিকার। এ ব্যাপারে আমি লেকচার দিয়েছি, "ইসলামে মেয়েদের অধিকার : আধুনিক নাকি সেকেলে?" ভুল ধারণাগুলো কী কী?

পশ্চিমাদের মধ্যে পুরুষের চাইতে অনেক বেশি মহিলা মুসলমান হচ্ছে। কেন জানেন? কারণ তারা গবেষণা করে। অনেকে গবেষণা করে ইসলামের বিরুদ্ধে বলার জন্য। যেমন– গ্যারি মিলার। তিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে হলেন "আহাদ ওমর।" তিনি পবিত্র কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন, পারেন নি, পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এমন অনেকেই ইসলাম নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহ একেক জনকে একেক উপায়ে হেদায়েত দান করেন। কেউ হয়তো মুসলমানদের দেখেই ইসলাম গ্রহণ করছেন। কেউ ইসলামকে আক্রমণ করছে তারপর মুসলমান হচ্ছেন। এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হলেন, হযরত ওমর (রা)। এক সময় তিনি ছিলেন ইসলামের বড় শত্রু। রাসূল ﷺ তাঁর হেদায়াতের দোআ করেন। আর তাই, (আলহামদুলিল্লাহ) একেক জায়গায় একেক কারণ। দাইয়ীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলি। আমরা মুসলমানেরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছি না। ইসলাম এমন একটা ধর্ম যেটা প্রচার করতে হয়।

সূরা আলে-ইমরানের ১১০ নং আয়াতে আছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ .

অর্থ : তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহকে

বিশ্বাস কর। কিতাবিগণ যদি ঈমান আনত তবে তাদের জন্য ভালো হতো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন রয়েছে কিন্তু অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

আমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মত বলেছেন। কারণ, আমাদের দায়িত্ব হলো মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত দা'য়ী হওয়া। ফুল টাইম দা'য়ী না হলেও পার্ট টাইম দা'য়ী হওয়া উচিত। আমাদের মাঝে কতজন ফুল টাইম দা'য়ী আছেন? অল্প কয়েকজন। এটা মুসলিম উম্মাহর জন্য লজ্জার ব্যাপার। তবে আল্লাহ প্রতিজ্ঞা করেছেন, সূরা আস সাফ ঃ আয়াত ৯, সূরা আত তাওবা ঃ আয়াত ৩৩, এবং সূরা আল ফাতহ-এর ২৮ নং আয়াতে—

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۔

অর্থ : তিনি রাসূল ﷺ-কে হেদায়েত সহ পাঠিয়েছেন ইসলামকে অন্য সব মতাদর্শের উপর বিজয়ী করতে।

আমরা কাজ করি বা না করি তাতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। আল্লাহ আমাদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন কাজ করে কিছু পুরস্কার পাওয়ার। পৃথিবীটাকে আরো সুন্দর করার। বিশ্বাস করুন, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি না। মুসলমানদের সবারই উচিত দ্বীনের প্রচার প্রসারে নিয়োজিত থাকা। ৬০,০০০ খ্রিস্টান মিশনারীরা ফুলটাইম পুরো পৃথিবীতে ধর্ম প্রচার করছে। আর তাদের সাহায্য করছে আরো হাজার হাজার মানুষ। কতজন মুসলমান দা'য়ী আছেন সার্বক্ষণিক?

সূরা মুহাম্মদের ৩৮ নং আয়াতে আছে—

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ۔

অর্থ : যদি তোমরা বিমুখ হও আল্লাহ অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন এবং তারা তোমাদের মতো হবে না।

আমরা তো ভাবি পশ্চিমারা খারাপ। আল্লাহ হয়তো আমাদের সরিয়ে তাদেরকেই দায়িত্ব দেবেন—যদি আমরা দায়িত্ব পালন না করি। দা'য়ীদের কর্তব্য সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় আমরা অনেক পেছনে আছি, এমনকি পাস মার্কেরও নিচে। কিছু লোক অবশ্য (আলহামদুলিল্লাহ) দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এ সংখ্যা অনেক কম। যদি আমরা কুরআনের অনুসরণ করি, তাহলে আরো অনেক মুসলমান দাওয়ায় যোগ দেবেন।

ধর্মগ্রন্থে অবিশ্বাসীদের বোঝানোর পদ্ধতি

প্রশ্ন ৬ (পুরুষ) ঃ ডা. জাকির নায়েক, আপনার জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যবহুল লেকচারের জন্য ধন্যবাদ। অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা মুসলমানরা কি ভূমিকা পালন করছি? আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো, যখন দেখি যে, পশ্চিমাদের কেউ কেউ কোনো ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করে না। ফলে এদেরকে ইসলামের কথা বুঝাতে খুব সমস্যা হয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে কী করা উচিত? আরব আমিরাতে আপনার লেকচারে আপনি বলেছিলেন যে, ভারতে কিছু লোক আছে যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্ বলে দাবি করে। ধর্মগ্রন্থ ছাড়াই তারা বিভিন্ন বাণী দিচ্ছে আমাদের কাছে। কারণ তারা ঈশ্বর। এসব ঈশ্বরকে আপনি কিভাবে বিশ্বাস করবেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি তিনটি প্রশ্ন করেছেন। **প্রথমটা হলো** ইসলামের প্রসারে মুসলমানেরা কী ভূমিকা পালন করছেন। যখন বলেছি যে, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি না, তার মানে এই না যে আমরা কোন কাজই করছি না। পশ্চিমা বিশ্বে বেশ কিছু ভালো অর্গানাইজেশন যেমন : ইস্না, ইক্না কাজ করে যাচ্ছে। পুরো মুসলিম উম্মার এই কাজগুলো করা উচিত। আমি পশ্চিমে বেশ কয়েকবার গিয়েছি। ভাই ইউসুফ ইসলামের খুব সুন্দর একটি স্কুল আছে। সেরা ইসলামি স্কুলগুলোর একটা। এই প্রচেষ্টাগুলো যথেষ্ট নয়। আরো অনেককে আসতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নে আসি– যারা ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করে না, কোনো ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। তারা হল নাস্তিক। খ্রিস্টানরা বাইবেলে বিশ্বাস করে, হিন্দুরা বেদে বিশ্বাস করে। তাই ধর্মগ্রন্থ নিয়ে তাদের সাথে কথা বলা যায়। কিন্তু একজন নাস্তিককে বোঝাবেন কিভাবে। আজ বিকেলে আমার লেকচারের সময় বলেছিলাম মূল চাবিকাঠির কথা।

সূরা আলে ইমরানের ৬৪নং আয়াতে আছে–

تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ .

অর্থ : আসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই।

দাওয়ার মূল চাবিকাঠি হলো "আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই কথায় আসো।" নাস্তিকের সাথে কী মিল আছে? আমি নাস্তিকের সাথে দেখা হলে তাকে অভিনন্দন জানাই। কারণ, মানুষ খ্রিস্টান হয় যেহেতু তার বাবা খ্রিস্টান। কিংবা হিন্দু

কারণ বাবা হিন্দু। অনেকে আবার মুসলমান কারণ তার বাবা মুসলমান। এই নাস্তিক লোকটা হিন্দুর ঘরে জন্মালে হয়তো ভাববে যে, এক দেবতা আরেক দেবতার সাথে যুদ্ধ করছে, স্ত্রীকে অপহরণ করা হচ্ছে আর দেবতা তাকে বাঁচানোর জন্য ছুটে যাচ্ছে। তাহলে আমি বিপদে পড়লে এই দেবতা আমাকে কিভাবে সাহায্য করবে? অথবা খ্রিস্টান হলে ভাবছে, দেবতাকে ক্রুশে ঝুলিয়ে মারা হচ্ছে আর তাহলে তাকে কিভাবে বিশ্বাস করব? তাই সে এরকম কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। কারণ, সে কালেমার প্রথম অংশটা বলে ফেলেছে যে, "লা ইলাহা" কোনো ঈশ্বর নেই।

আমাকে পরের অংশটা বলতে হবে "ইল্লাল্লাহু" বা আল্লাহ ছাড়া। হিন্দু বা খ্রিস্টানকে আগে বুঝাতে হয় যে, তারা যে ঈশ্বরের পূজা করে তা ভুল। তারপর তাকে বুঝাতে হয় আল্লাহর কথা। আর নাস্তিকের ক্ষেত্রে আমার অর্ধেক কাজ হয়ে গেছে। সে ইতোমধ্যে বিশ্বাস করে যে, কোনো 'ঈশ্বর' নেই। এখন আমাকে প্রমাণ করতে হবে 'ইল্লাল্লাহ'। আর এ ব্যাপারে আমার লেকচার পাবেন বিভিন্ন ক্যাসেটে "কুরআন কি আল্লাহর বাণী? কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে কিছু কথা।" আমি এখানে সংক্ষেপে কিছু বলছি। আমি তাকে বলব, ধরেন আপনার হাতে একটা যন্ত্র আছে যা পৃথিবীর কোনো মানুষ দেখে নি। সেটা প্রথমেই আপনার সামনে আনা হল। কে সবার আগে বলতে পারবে এই যন্ত্রটা কিভাবে কাজ করে? নিশ্চয়ই এর প্রস্তুতকারী কিংবা সৃষ্টিকর্তা যে লোক যন্ত্রটা বানিয়েছে।

সে নাস্তিক যে উত্তরই দিক প্রস্তুতকারী, সৃষ্টিকর্তা, ম্যানুফ্যাকচারার, প্রডিউসার সব মোটামুটি একই কথা। এখন তাকে প্রশ্ন করেন, এই বিশ্বজগৎ কোথা থেকে এলো? সে বলবে, আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, একদম প্রথমে ছিল প্রাইমারি নেবুলা তারপর থেকে সব আলাদা হতে লাগল। তারপর বিগ ব্যাঙের মাধ্যমে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে) সৃষ্টি হলো গ্যালাক্সি, গ্রহ, নক্ষত্র তথা এই বিশ্বজগৎ। এটা বিগ ব্যাঙ থিওরি। আমি তাকে বলব, এই কথা তো ১৪০০ বছর আগে কুরআনেই বলা হয়েছে। সূরা আল-আম্বিয়ায়ের ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ـ

অর্থ : অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে। অতঃপর আমি তাদের পৃথক করে দিলাম।

অথচ এই বিগব্যাঙ থিউরি বিজ্ঞান জেনেছে একশত বছর আগে। কুরআন এই কথা বলে ১৪০০ বছর আগে। সে হয়তো বলবে এসব হঠাৎ করে মিলে গেছে। আচ্ছা মানলাম এরপর আসি বিশ্বজগৎ সৃষ্টির আগে এখানকার সব বস্তু কি অবস্থায় ছিল? সে বলবে 'সবকিছু গ্যাস'। আপনি তাকে বলবেন পবিত্র কুরআন বলছে 'সেখানে ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ'। যদি সে বিজ্ঞান জেনে থাকে, তাহলে সে জানবে যে গ্যাসকে আরো ভালোভাবে বলা যায় ধোঁয়া। যদি তাকে বলেন, পৃথিবীর আকার কেমন? সে বিজ্ঞান জানলে আপনাকে বলবে ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে ফান্সিস ড্রেক নামে এক নাবিক সমুদ্রপথে পৃথিবী ঘুরে আসেন। পৃথিবী বর্তুলাকার। আপনি তাকে বলবেন। পবিত্র কুরআনে সূরা নাযিয়াতের ৩০ নং আয়াতে আছে–

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ۔

অর্থ : এরপর তিনি পৃথিবীকে বানালেন ডিম্বাকৃতি।

আপনি তাকে বলবেন যে, কুরআন বলেছে পৃথিবী বলের মতো গোল নয় এটি বর্তুলাকার। আল-কুরআন একথা বলেছে ১৪০০ বছর আগে। এরপর আসি চাঁদের আলো সম্পর্কে– সে বলবে যে, চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই, সূর্য থেকে ধার করা। আমি স্কুলে পড়েছিলাম যে সূর্য তার স্থানে স্থির থাকে। নিজের চারপাশে ঘোরে না।

সূরা আল-আম্বিয়ার ৩ নং আয়াতে আছে,

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۔

অর্থ : আল্লাহই রাত এবং দিন সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন সূর্য ও চন্দ্র যাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

কুরআন বলেছে যে, সূর্য তার কক্ষপথে বিচরণ করে। আমি স্কুলে এটা শিখিনি। শিখেছি, সূর্য স্থির হয়ে থাকে। সে তখন বলবে, কিছুদিন আগে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে সূর্য নিজের চারপাশে ঘোরে। পঁচিশ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। কুরআন কিভাবে একথা বলতে পারল? কুরআন এভাবে বলেছে বায়োলজির কথা। জীব জগতের সৃষ্টি হয়েছে পানি থেকে। পানি চক্র অর্থাৎ কিভাবে পানি উপরে ওঠে, মেঘ হয় এবং তা থেকে বৃষ্টি হয় সেই কথাও বলেছে কুরআন। কুরআন বলেছে নোনা পানি আর মিষ্টি পানির কথা।

একথা আছে সূরা আল ফুরকান-এর ৫৩ নং আয়াতে এবং সূরা আর রহমানের ১৯ ও ২০ নং আয়াতে।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ـ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيٰنِ ـ

অর্থ : তিনি দুই দরিয়াকে প্রবাহিত করেছেন। একটি মিষ্টি অপরটি লোনা উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন অন্তরায়।

কুরআন জুওলজির কথা বলেছে। এটা আছে সূরা নাবা'র ৬ ও ৭ নং আয়াতে।

اَلَمْ نَجْعَلِ الاَرْضَ مِهٰدًا ـ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ـ

অর্থ : আমি কি ভূমিকে শয্যা এবং পর্বতমালাকে পেরেক স্বরূপ করি নি?

এসব কথা কি ১৪০০ বছর আগে একজন অশিক্ষিত মানুষ বলতে পারে? এখানে একটা উত্তরই সে দিতে পারে– সব কিছুই হঠাৎ করে মিলে গেছে। এই হলো 'থিউরি অব প্রবাবিলিটি' বা 'সম্ভাবনার সূত্র'। হঠাৎ করে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা। ধরুন, আমি একটা পয়সা টস করলাম, আমি যদি আন্দাজ করে মেলাতে চাই, তার সম্ভাবনা দুই ভাগের এক ভাগ। হেডও হতে পারে আবার টেইলও পড়তে পারে। যদি পয়সাটা দুইবার টস করি, দুবারই ঠিক বলব তার সম্ভাবনা অর্ধেক গুণ অর্ধেক সমান চারভাগের একভাগ অর্থাৎ ২৫%। তিনবার টস করলে তিনবারই ঠিক বলব তার সম্ভাবনা অর্ধেক গুণ অর্ধেক গুণ অর্ধেক সমান আটভাগের একভাগ অর্থাৎ ১২.৫%।

এভাবে 'প্রবাবিলিটি থিউরি' দিয়ে যদি কুরআনকে দেখেন যে, পৃথিবীর কতগুলো আকারের কথা একজন মানুষ চিন্তা করতে পারে? একজন মানুষ ৩০ টার বেশি আকার চিন্তা করতে পারে। যেমন– বর্গাকার, চতুর্ভুজ, চ্যাপ্টা, আয়তকার, ত্রিভুজ, বর্তুলাকার ইত্যাদি। এখন পৃথিবীর আকার কি হবে তা আন্দাজে মিলিয়ে ফেলবে তার সম্ভাবনা ৩০ ভাগের একভাগ। চাঁদের আলো নিজস্ব নাকি ধার করা তা কেউ আন্দাজে বললে তা ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা দুভাগের ১ ভাগ। তাহলে পৃথিবীর আকার এবং চাঁদের আলো এই দুটোই ঠিকমতো বলার সম্ভাবনা হল ৬০ ভাগের ১ ভাগ। জীবজগৎ কোথা হতে সৃষ্টি হয়েছে একথা আন্দাজে বলতে গেলে যে লোক মরুভূমিতে থাকে সে প্রথমেই চিন্তা করবে বালির কথা।

এছাড়া হতে পারে অন্য কোন বস্তু যেমন, অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, পাথর, গ্যাস, কাঠ, বালি, মাটি এরকম ১০,০০০টি জিনিসের কথা মানুষ ভাবতে পারে, যা দিয়ে

জীব জগৎ তৈরি হয়েছে। এখানে আন্দাজে বললে তা ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা ১০,০০০ ভাগের ১ ভাগ। এই তিনটি উত্তরই ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বা ছয় লক্ষ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ .০০০১৭%। এরকম কুরআন হাজার কথা বলে বিজ্ঞান সম্পর্কে যার সবই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আর ম্যাথমেটিকস আমাদের বলে যে, যদি পশ্চাৎটা শূন্য দশমিকের পর থাকে, সেটার অর্থ আসলে শূন্য। তাহলে কুরআনের সবকিছু আন্দাজে বলা হয়েছে তার সম্ভাবনা শূন্য। তাহলে কে এই কথাগুলো বলতে পারে? তিনি বলতে পারেন, যিনি এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। এই সৃষ্টিকর্তাই আমরা আল্লাহ! আমি এখানে সংক্ষেপে বললাম। বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখুন। কুরআন কি আল্লাহর বাণী? অনেকভাবে প্রমাণ করা যায় যে, আল-কুরআন আল্লাহর বাণী।

তৃতীয় প্রশ্নটা হলো যে একজন মানুষ আল্লাহ্‌কে কিভাবে বোঝাবে যে, সে ভুল পথে চলছে? মনে করুন, কেউ আপনাকে বলল, এটা সোনার অলংকার, তোমার কাছে বিক্রি করব। ২৫ ক্যারেট সোনা। আপনি তখন সেটা কিনে ফেলবেন? নাকি পরীক্ষা করে দেখবেন কথাটা সত্যি কিনা? আপনি স্বর্ণকারের কাছে যাবেন, সে কষ্টি পাথরে ঘষবে তারপর সে রং মিলাবে। যদি সে ২৪ ক্যারেটের সাথে মিলে যায় তাহলে বলবে ২৪ ক্যারেট। যদি ২২ ক্যারেটের সাথে মিলে যায় তাহলে ২২ অথবা ১৮ ক্যারেটর সাথে মিলে গেলে ১৮ ক্যারেট বলবে। আবার এটা সোনা নাও হতে পারে। কারণ, চকচক করলেই সোনা হয় না। তাহলে রজনীশের উদাহরণ দিলাম। ধরুন, রজনীশ নিজেকে আল্লাহ্ বলে। তাকে সূরা ইখলাস দিয়ে পরীক্ষা করুন। রজনীশ এখনো অদ্বিতীয়? সে কি অমুখাপেক্ষী? কারো ওপর নির্ভরশীল নয়?

অথবা, অন্য যে কেউ যে নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবি করে। হতে পারে যীশুখ্রিস্ট, রাম-লক্ষণ যে কাউকে পরীক্ষা করতে পারেন। আমি কারো ঈশ্বরকে ছোট করতে চাই না। যেমন–

পবিত্র কুরআনের সূরা আনআমের ১০৮ নং আয়াতে আছে–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۔

অর্থ : আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে গালি দিও না। কেননা তারা সীমা লংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।

তাহলে এই লোকগুলো যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্ বলে দাবি করে তাদের সূরা ইখলাসের কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করবেন, তাহলেই প্রমাণ করতে পারবেন তারা আল্লাহ্ নয়। আর যদি আল্লাহ্ না হয়; তাহলে তো ধর্মগ্রন্থের কথাই আসছে না।

কেবল বিয়ে করলেই দ্বীনের অর্ধেক পূরণ হয় না

প্রশ্ন ৮ ঃ আস্সালামু আলাইকুম। আপনি একটি হাদীস বলেছেন যে, "বিয়ে অর্ধেক দ্বীন পূরণ করে।" বিয়ে করলেই কি অর্ধেক দ্বীন পূরণ হবে? নাকি বিয়ের পুরো প্রক্রিয়া যেমন–কিভাবে বিয়ে করলেন, স্বামী বা স্ত্রীর সাথে ব্যবহার, দায়িত্ব পালন ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমি আগেও বলেছি 'বিয়ে অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে' কথার দ্বারা মহানবী ﷺ বুঝিয়েছেন যে, বিয়ে আপনাকে অবাধ যৌনাচার ও ব্যভিচার থেকে রক্ষা করে। বিয়ে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আমাদের প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন যখন বিয়ে করবে, তুমি সাধারণত চারটা বিষয় দেখবে। সম্পদ, সৌন্দর্য, আভিজাত্য আর সদগুণ। মানুষ বিয়ে করার সময় প্রথম সৌন্দর্য দেখে তারপর সম্পদ এরপর আভিজাত্য এবং সর্বশেষ দেখে সদগুণ। মহানবী ﷺ বলেছেন, এই চারটার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সদগুণ। কিভাবে বিয়ে করবেন? রাসূল ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিয়ে হলো যেখানে সবচেয়ে কম খরচ হয়। তাই অপচয় করা যাবে না। জীবন সঙ্গী বেছে নেয়া, বিয়ে করা, সন্তানদের বড় করা এসবই সুন্নাহ মেনে করতে হবে। বিয়ের পর স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত হবেন। এমন হবে না যে, বিয়ের পর আপনি ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন। মহানবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।

সূরা নিসা'র ১৯নং আয়াতে আছে–

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ـ

অর্থ : তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে, তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর তবে এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তাতে কল্যাণ রেখেছেন অথচ তোমরা তাদেরকেই অপছন্দ করছ।

প্রাচ্যের দেশগুলোতে যেমন ভারতের পুরুষরা স্ত্রীর কাছ থেকে যৌতুক নেয়। ইসলামে আপনি দেবেন দেনমোহর। বিয়ে করলে আপনাকে একজন ভালো স্বামী হতে হবে, সন্তান সন্তুতি হলে আপনাকে ভালো মা কিংবা বাবা হতে হবে। এ রকম বিয়ের সাথে সম্পর্কিত সব দায়িত্ব ও কর্তব্য যখন আপনি পালন করবেন, তখন আপনার দ্বীনের অর্ধেক পূরণ হবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

পশ্চিমা নেতারা ইসলামকে ভয় পায়

প্রশ্ন ৯ ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ডা. জাকির, আমি আসলে এ ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করতে চাই। আপনি বলেছেন, পশ্চিমা নেতারা ইসলামকে ভয় পায়। আপনি দেখবেন, এমনকি জাহেলিয়াতের যুগেও তাদের বিভিন্ন নেতারা ইসলামকে ভয় পেত না। সে জন্যই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা যেটা ভয় পেয়েছিল সেটা হলো ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে বদলাতে হবে। আর পৃথিবীর অধিকাংশ নেতাই পরিবর্তন মেনে নিতে পারে না। আর আমার মতে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো তাদেরকে একেবারে সাধারণ মুসলমান হয়ে চলাফেরা করতে হবে। হোক সেটা আমেরিকায় বা অন্য কোথাও।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি বলেছেন যে, জাহিলিয়াতের নেতারা ইসলামকে ভয় পেত না। দুঃখিত ভাই আমি আপনার সাথে একমত হতে পারছি না। সে সময়ের বড় বড় নেতারা ইসলামকে প্রচণ্ড ভয় পেত। তারা একমাত্র যে জিনিসটাকে ভয় পেত তাহলো ইসলাম। আর এজন্যই তারা নবীজিকে বলেছিল, আমরা তোমাকে রাজা বানাব, সবচেয়ে ধনী লোক বানিয়ে দেব, যদি তুমি ইসলাম প্রচার করা বন্ধ করে দাও। মহানবী ﷺ উত্তরে বলেছিলেন, আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র এনে দিলেও আমি ইসলামের এই দাওয়াত প্রচার থেকে বিরত থাকব না।

পরবর্তীতে (আলহামদুলিল্লাহ) সত্যেরই জয় হলো। তখন তারা মুসলমান হয়েছে। এজন্যই কুরআন বলছে প্রথমে গোত্রের নেতাদের বোঝাও। যদি তারা মুসলমান হয়, অনেকেই তাদের অনুসরণ করবে। সেজন্যই আমি বলব, পশ্চিমা বিশ্বেও বেশির ভাগ নেতাই ইসলামকে ভয় পায়। অবশ্য সবাই না, ভাল কিছু লোক আছে। যেমন ব্রুনো চার্লস বেশ কিছু ভালো কথা বলেছেন। তার নিয়ত আল্লাহই ভাল জানেন। ইংল্যান্ডের বেশ কিছু মন্ত্রী ইসলাম সম্পর্কে ভালো কথা বলেছেন।

আপনি বলেছেন মুসলমান হওয়া তাদের জন্য খুব সহজ। ব্যাপারটা আসলে মোটেও সহজ না, ভাই। সেই সময়ে আবু সুফিয়ান আর অন্যান্য নেতারা অনেক ধনী ছিল। তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, কে তাদের কুর্নিশ করবে? ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সব মানুষ সমান। ফলে, তাদের সাথে কোলাকোলি করতে হবে। জীবনটাই পুরো বদলে যাবে। নেতারা ভয় পেয়েছিল যে তারা যে বিলাসিতা আর স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে ছিল সে সবই ছাড়তে হবে শুধু ইসলামের কারণে। আল্লাহ তাদের হেদায়েত দান করেছিলেন। তারা পৃথিবীর বদলে আল্লাহর কাছে আখিরাতে প্রাসাদ চেয়েছিল। আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো উদাহরণটা হলো বিবি আসিয়ার। তিনি ছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী। সূরা তাহরীমের ১১ নং আয়াতে আছে–

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِى عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِى مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ .

অর্থ : আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যে প্রার্থনা করেছিল, হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরাউন ও তার দুষ্কৃতি এবং যালিম সম্প্রদায় হতে।

তিনি ছিলেন সে সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ফেরাউনের স্ত্রী। তারপরও তিনি আল্লাহর কাছে দোআ করেছেন। তাই (আলহামদুলিল্লাহ) আল্লাহ যখন হিদায়াত দান করে, তখন সে যত বড় নেতাই হোক না কেন, সে ইসলাম গ্রহণ করে আখিরাতের জন্য।

আকিকায় ছেলের জন্য দুটি মেয়ের জন্য একটি কেন?

প্রশ্ন ১০ (মহিলা) ঃ আমরা আল-কুরআন পড়ে জেনেছি যে, পুরুষ আর মহিলা আল্লাহর কাছে সমান। আমাদের মহানবী ﷺ -এর হাদীসেও আছে যে, বাবার চেয়ে মা'র অধিকার বেশি। কিন্তু আকিকার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মেয়ের জন্য দেয়া হয় একটি বকরি কুরবানি আর ছেলের জন্য দুটো। বোঝানো হচ্ছে যে, ছেলেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনার প্রশ্নটা হলো, অধিকারের সময় কেন ছেলের জন্য দুটো বকরি আর মেয়ের একটা বকরি কুরবানি দেয়া হয়। বোন, অনেক সহীহ হাদীসে আছে, ছেলের জন্য একটা বকরিও কোরবানি দেয়া যায়। এটি এমন নয় যে, ছেলের জন্য দুটি কুরবানি দেয়া উচিত। ইসলামে পুরুষ মানুষই রোজগার করে। পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পুরুষের ওপর। মেয়েদের বিয়ে দেয়ার দায়িত্ব বাবার অথবা ভাইয়ের। বিয়ের পর তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ সব দায়িত্ব স্বামীর আর সন্তানের। সে অর্থনৈতিক দায়মুক্ত। সবাই তাকে রক্ষা করছে, (আলহামদু লিল্লাহ)। এটা আমি বলছি আমার যুক্তি দিয়ে–এটাই যে আসল কারণ তা নাহও হতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন কেন ছেলের জন্য দুটি বকরি। তাই একজন মানুষ ছেলে হলে বেশি টাকা খরচ করতে চায়। এটা হতে পারে একটা কারণ। আল্লাহই ভালো জানেন। তবে বাধ্যতামূলকভাবে দুটি কোরবানি কোনো সহীহ হাদীসে নেই। সহীহ হাদীস বলছে হয় একটি নয়তো দুটি। আর মেয়ের ক্ষেত্রে একটা বকরি কোন সমস্যা নয়, আপনি ইচ্ছে করলে আরো বেশি কুরবানি দিতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা ও আমাদের প্রিয়নবী ﷺ সে সুযোগ রেখেছেন। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

পশ্চিমাদের সমালোচনা কর কি ঠিক?

প্রশ্ন ১২ (মহিলা) ঃ আমি একজন কনভার্টেট মুসলমান। মুসলমান হওয়ার আগে ইসলাম সম্পর্কে আমার খুব খারাপ ধারণা ছিল। এর কারণ, আমি যে মুসলমানদের দেখেছিলাম, তারা ভাল ছিল না। ইসলাম একমাত্র সত্য ধর্ম। কিন্তু সব সময় অন্য ধর্মের সমালোচনা করা কি ঠিক? মানে আমি বলতে চাচ্ছি এভাবে কথা বলটা ঠিক না। পশ্চিমাদের এতো বেশি সমালোচনা করা যেমন– ধর্ষণের কথা বলেছেন, মুসলিম দেশেও সেটা হয়, মধ্যপ্রাচ্যেও হয়। হয়তো এতো বেশি রিপোর্ট করা হয় না। কিন্তু এখানেও হয়। তাহলে পশ্চিমাদের ওপর এতো বেশি আক্রমণ কেন? আপনি বললেন যে, অমুসলিমরা বলে যে, ইসলাম মহিলাদের ছোট করে দেখে। কুরআনে অনেক কথাই বলা হয়েছে পুরুষ আর মহিলাদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পুরুষদের যেগুলো বলা হয়েছে, সেগুলো সবাই এড়িয়ে যায় আর মহিলাদের জন্য যা বলা হয়েছে সেগুলোতে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়।

আপনি একটু আগে বললেন, গুণী স্বামী এবং স্ত্রীর কথা। কিন্তু যখন বিভিন্ন বই পড়ি সেখানে লেখা থাকে কেবল গুণবতী স্ত্রীর কথা। আর শুধুই বলা হচ্ছে মহিলাদের কি কি করা উচিত। এমনটা কেন করা হচ্ছে? আমরা এরকম করি বলেই অনেক সময় অমুসলিমদের বোঝানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বইগুলোতে কিভাবে ভালো

স্ত্রী হওয়া যায় সে কথা লিখার পাশাপাশি কিভাবে একজন ভাল স্বামী হওয়া যায় সে কথাও কেন লেখা হয় না? এখানে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, রাসূল ﷺ নিজে স্ত্রীদের গৃহস্থালীর বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতেন। সব জায়গায় সব কিছুতেই কেবল মহিলাদের কথা বলা হচ্ছে। যেমন, মহিলাদের এটা করা উচিত, এটা করা উচিত নয়। ইসলাম ধর্ম একথাই বলছে। আর এভাবে অমুসলিমদের দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। তিনি রিভার্ট হয়েছেন এজন্য তাকে জানাই অভিনন্দন। তিনি বলছিলেন কিভাবে পশ্চিমাদের সাথে ব্যবহার করা উচিত, কথা বলা উচিত। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় "কেন পশ্চিমারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, "বিষয় এইটা না যে, পশ্চিমাদের কিভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে?" তাদের মুসলমান হওয়ার কারণ বলছি। আর বলার ক্ষেত্রে কোদালটাকে কোদালই বলছি। আর বোন, আপনি ঠিকই বলেছেন, অন্য ধর্মের সমালোচনা করা উচিত না। কারণ, পবিত্র কুরআনের সূরা আল আনআমের ১০৮ নং আয়াতে আছে,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.

অর্থ : আল্লাহকে ব্যতীত যাদেরকে তারা ডাকে, তাদেরকে গালি দিও না। কেননা, অজ্ঞান বশত তারা সীমা লংঘন করে আল্লাহকেও গালি দিতে পারে।

আপনি বলেছেন যে, আমি পশ্চিমা বিশ্বের সমালোচনা করছি। বোন, সমালোচনা করা মানে আমি যেটা বলব যে, কোন প্রমাণ ছাড়া বলা। আমি যা বলছি তা আমেরিকারই পরিসংখ্যান। তাহলে আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন? সমালোচনা করা মানে কোন একটা পয়েন্ট ধরে সেটাকে নিয়ে প্যাঁচানো আর এটা পশ্চিমারাই বেশি করে। পশ্চিমারা খুব গর্বিত যে, তারা খুব স্পষ্টবাদী। তারা বলে যে, আমরা সাহসী, সত্যবাদী।

আলহামদুলিল্লাহ, আর আমিও সত্যবাদী। তারা মিডিয়ায় দেখায় যে, মেয়েদের ছোট করে দেখা হয় আর আমি এফ. বি. আই.-এর রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। ধর্ষণের যে পরিসংখ্যান আমি দিয়েছি, সেটা কোন মুসলমান নয়, পশ্চিমারাই লিখেছে। তাই তারা বলতে পারবে না যে, জাকির সমালোচনা করছে। আর এজন্য আমি ব্যবহার করেছি আমার হিক্‌মা।

আপনি বললেন, ধর্ষণের ঘটনা অন্যান্য দেশেও ঘটছে; কিন্তু রিপোর্ট করা হচ্ছে না। আমি আপনার সাথে একমত হতে পারলাম না। ধর্ষণ খুব বেশি হয় পশ্চিমা বিশ্বে; কিন্তু ওখানেই রিপোর্ট করা হয় না। কারণ, এটা ওখানে এতই সাধারণ যে রিপোর্টই করা হয় না। খবরের কাগজে খুব ছোট করে লেখা থাকে। অন্য কোনো দেশে ধর্ষণ হলে হেডলাইনে আসবে। আমি বলছি না যে এখানে ধর্ষণ হয় না। ধর্ষণ পুরো পৃথিবীতেই হয়। সবচেয়ে কম ধর্ষণ হয় মুসলিম দেশগুলোতে। যেসব দেশগুলো ইসলামিক শরিয়া নেই, সেখানে হয়। পৃথিবীতে সবচেয়ে কম ধর্ষণ হয় সৌদি আরবে। সবচেয়ে কম। সেখানেও ধর্ষণ হয়। কারণ সেখানেও কুলাঙ্গার থাকে। সবচেয়ে কম ডাকাতির ঘটনা ঘটে সৌদি আরবে। অনেক মুসলিম দেশ আছে যারা ইসলাম অনুসরণ করে না, তারা হলো নকল মুসলমান। এসব দেশে ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে খবরের কাগজের হেডলাইন হয়। কারণ এটা একটা কলঙ্কিত ঘটনা। আর আমেরিকায় এটা হলো দৈনন্দিন জীবন। যেমন একজন রোগী বলল তার যৌনরোগ আছে, ডাক্তার বলল যে তারও আছে। তারা নির্লজ্জ সুতরাং অবাক হওয়ার কিছুই নেই। বোন, আমি যেহেতু সত্যি কথা বলছি, সেহেতু আমাকে বলতে হবেই। আমি ভদ্র ভাষায় বলেছি 'জনগণের সম্পত্তি' গনিকা কিন্তু এটাইতো সত্যি। লোকে সমালোচনা মনে করলেও কোদালকে আমি কোদালই বলব। পশ্চিমারা (আলহামদুলিল্লাহ) এ রকম স্পষ্ট কথাই পছন্দ করে।

আপনি যদি খ্রিস্টানদেরকে বলেন, তোমরা শিরক কর না। এসব থামাও। এটা তোমাদের জন্য ভালো। একথা আপনি যত ভদ্রভাবে বলেন, সে কষ্ট পাবেই। কোন মানুষকে মিথ্যা হতে মুক্ত করতে চাইলে সে কষ্ট পাবেই। আপনি যদি খুব ভদ্রভাবেও কোন খ্রিস্টানকে জিজ্ঞেস করেন, 'কেন তুমি যীশু খ্রিস্টের পূজা কর?" তারপরও সে কষ্ট পাবে।

এমন তো নয় যে আমি তাদের অপমান করার জন্যই এভাবে বলছি। আমি এখানে শুধু তাদেরই পরিসংখ্যান দিয়েছি। এই হল আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

আপনার তৃতীয় প্রশ্নটা হলো কেন মুসলমান পণ্ডিতরা শুধু মহিলাদের কথা বলে পুরুষদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলে না কেন? বোন, আমার "ইসলামে মেয়েদের অধিকার" ক্যাসেটটি আপনার দেখা উচিত। আমার লেকচার শুনে লোকজন প্রশ্ন করেছিল আমি কখন 'ইসলামে পুরুষের অধিকার' নিয়ে বলব। আমি আমার ক্যাসেটে বলেছি স্ত্রীর সাথে স্বামীর কিভাবে ব্যবহার করা উচিত। এমনকি আজকেও আমি যখন হিজাবের কথা বলছিলাম, তখন ঠিক সেই কথাটাই বলেছি যা

আপনি বলেছেন। সাধারণ মুসলমান বক্তারা মেয়েদের হিজাবের কথা বলে। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন প্রথমে পুরুষের হিজাবের কথা। আপনি যদি ইসলামের নিরপেক্ষ পথ দেখতে চান, আমার ভিডিও ক্যাসেটগুলো দেখতে পারেন। সেখানে আপনি দেখতে পাবেন, একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে কি রকম ব্যবহার করবে, তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি সেসব কথা। অনেক পুরুষই আমার এরকম কথা পছন্দ করে নি।

বোন, আমি আগেও বলেছি যে, ইসলাম পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সাম্যবাদে বিশ্বাস করে। তবে সাম্যবাদ মানে অভিন্নতা নয়। পুরুষ-মহিলা সমান কিন্তু তারা একই রকম নয়। আমি আমার লেকচারে মহিলাদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত ও শিক্ষার অধিকারের কথা বলেছি। পশ্চিমা বিশ্ব যে মানব সভ্যতার কথা বলে সেটা ছদ্মাবরণ মাত্র। শরীরকে শোষণ করা, সম্মানের অবমাননা এবং আত্মাকে বঞ্চিত করা ছাড়া আর কিছুই করে না তারা। মহিলাদের অধিকারের কথা বলে তাদেরকে উপপত্নীর, রক্ষিতার স্তরে নামিয়ে দিচ্ছে তারা। তারা পরিণত হচ্ছে আনন্দ, পিয়াসী আর সেক্স ব্যবসায়ীদের হাতের খেলনায়। আর্ট এবং কালচারের রঙ্গীন জগতের মাধ্যমে তাদেরকে প্রলোভিত ও অপব্যবহার করছে। পুরুষ ও মহিলা মানুষ হিসেবে সমান। কিন্তু তাদের দৈহিক ও মানসিক গঠন আলাদা। পুরুষরা মহিলাদের সব কাজ করতে পারে না। মহিলারাও পুরুষদের সব কাজ করতে পারে না। আমি এখন থেকে সন্তান ধারণ ও জন্মদান করতে পারব না।

قَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ . قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ . قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اَبُوْكَ . وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اَبَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ فَاَدْنَاكَ ـ

(بخارى ومسلم)

অর্থ : একলোক নবীজির কাছে এসে বলল, পৃথিবীতে আমার ভালোবাসা ও সাহচর্য সবচেয়ে বেশি কার প্রাপ্য? নবীজি বললেন, তোমার মা'র। লোকটি বলল, এরপর কার? তোমার মা'র। লোকটি বলল, এরপর কার। তোমার মা'র। লোকটি বলল, এরপর কার? তিনি বললেন, তোমার পিতার। তারপর নিকট আত্মীয়, তারপর পর্যায়ক্রমে।

তার মানে চারভাগের তিনভাগ ভালোবাসা আর সাহচর্যের দাবিদার মা আর এক ভাগ মাত্র পিতার। এখন আমি বলতে পারব না যে, মাকে এত বেশি অধিকার দেয়া হচ্ছে কেন. আমিও সন্তানের জন্ম দেব। ধরুন, একটা ক্লাসে দুইজন ছাত্র আছে, "A" আর "B"। তারা দুজনেই ১০০ নাম্বারের মধ্যে ৮০ নাম্বার পেয়ে যৌথভাবে প্রথম হলো। প্রশ্নের পেপারে ১০টি প্রশ্ন ছিল যার প্রত্যেকটিতে ১০ নাম্বার। এখন, এক নাম্বার প্রশ্নের উত্তরে যার নাম "A" সে ১০ এর মধ্যে ৯ পেয়েছে। আর "B" পেয়েছে ১০-এ ৭। তাহলে ১ নাম্বার প্রশ্নে "A" "B" এর চেয়ে ভাল। ২নং প্রশ্নে "A"১০ই পেল ৭ আর "B" পেল ১০-এর মধ্যে ৯। তাহলে ২ নং প্রশ্নের "B" "A" এর চেয়ে ভাল। বাকি ৮টি প্রশ্নের উত্তরে দুজনই ১০-এ ৮ পেল। সব মিলিয়ে দুজনেই ১০০-তে পেয়েছে ৮০। তবে ১ নং প্রশ্নে "A""B" এর চেয়েও ভাল। আবার ২নং প্রশ্নে "B" "A" এর চেয়েও ভালো। এমনিভাবে, পুরুষ আর মহিলা সমান; কিন্তু তারা একই রকম নয়। ধরুন, আমার বাড়িতে ডাকাত আসল ডাকাতি করার জন্য। আমি বলব না যে, পুরুষ আর মহিলা সমান। আমি আমার স্ত্রী আর বোনকে বলব না গিয়ে মারামারি করতে।

সূরা নেসার ৩৫ নং আয়াতে আছে–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ ـ

অর্থ : পুরুষরা মহিলাদের নেতা (তত্ত্বাবধায়ক)।

শক্তির দিক থেকে পুরুষ সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। অর্থাৎ কিছু কিছু ব্যাপারে পুরুষ সুবিধাজক অবস্থানে আছে। আর কিছু কিছু ব্যাপারে মহিলারা সুবিধানজক অবস্থানে। সব মিলিয়ে পুরুষ-মহিলা সমান। "স্বামীর কর্তব্য" নিয়ে ইসলামিক কোন বই নেই। ইনশাআল্লাহ, আপনি রিসার্চ করে বক্তব্য দেবেন। আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন। আপনি যেহেতু রিভার্ট হয়েছেন, আপনি বক্তব্য দিলে সেটার প্রভাব ভালমতো পড়বে। আমি অনুরোধ করব আমার ক্যাসেটগুলো দেখেন। আপনার ধারণা বদলাবে। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

নেতাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেয়া উচিত

প্রশ্ন ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম। আগের দিনের ইতিহাস বলে যে, আমরা টার্গেট করতাম কাফের নেতাদেরকে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন মুসলমান। আমার মনে হয়, মুসলিম উম্মার জন্য এখন একটা নেতৃত্বের প্রয়োজন। এখন কি আমাদের উচিত নয়, বিভিন্ন দেশের নেতাদের টার্গেট করে দাওয়াতী কাজ করা?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। ইসলাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু আমাদের কোন নেতা নেই। বিভিন্ন দেশের মুসলিম নেতাদের টার্গেট করা উচিত কি-না। হ্যাঁ উচিত। এমনকি ভিন্ন ধর্মের নেতাদেরও টার্গেট করা উচিত। আমাদের একজন নেতা প্রয়োজন। ইসলাম নেতৃত্বে বিশ্বাস করে। খিলাফতের আমিরের আনুগত্যের নির্দেশ দেয় ইসলাম। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের খিলাফতের বিলুপ্তি ঘটে সর্বশেষ তুরস্কে। আবার খিলাফত কায়েম করা উচিত। আমাদের একজন খলিফা থাকা উচিত। সারা বিশ্বে অনেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন নতুন করে খিলাফতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আল্লাহ তাদের সাফল্য দান করুন। দোয়া করি মুসলিম উম্মার মধ্য থেকে একজন নেতা আসুক। নেতৃত্ব থাকলে আমরা অনেক কিছুই করতে পারব। তাই আমাদেরকে ভাল নেতা খুঁজে বের করতে হবে। আজকের দিনে মুসলিম দেশগুলোর অধিকাংশ নেতারাই কুরাআন সুন্নাহ মেনে চলেন না। যখনই কোন ইসলামি নেতৃত্ব আসে, অমুসলিমরা তাকে ছোট করার চেষ্টা করে। তারা তাদের কাজ করছে। আমাদেরকে আমাদের যোগ্য ইসলামি নেতৃত্ব খুঁজে বের করতে হবে।

উপস্থাপক ঃ ধন্যবাদ ডা. জাকির নায়েককে তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনার জন্য। ইসলামের প্রসারের জন্য আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো আমরা জানতে পারলাম। আমরা তাকে করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রকাশক কর্তৃক সংযোজিত

বিশ্ব জুড়ে ইসলাম আজ গতিময়

ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম (Natural religion), মানুষের স্বভাবধর্ম। প্রতিটি শিশু এই প্রকৃতির ধর্ম নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। বস্তুত জনৈক পাশ্চাত্য সমালোচকের ভাষায় সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের ধর্ম– The religion of commonsecne.

"ইসলামই সর্বাপেক্ষা বাস্তব ধর্ম। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্নমুখী জটিল সমস্যার সমাধানের একমাত্র নিখুঁত উপায় হচ্ছে ইসলাম। ইসলামই একমাত্র সেই সহজ সরল পুণ্য পন্থা– যে পথে এই ধূলির ধরায় বেহেশতী সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।" –লেডী ইভলিন কোবাল্ট, লন্ডন

"ইসলামই একমাত্র ধর্ম বা বিশ্বজনীন ধর্মরূপে গণ্য হতে পারে।" –জর্জবার্নাড শ'

আবির্ভাবের প্রথম লগ্ন থেকেই মহান ধর্ম ইসলাম তার সত্য ও ন্যায়ের শাশ্বত সৌন্দর্যের আলোকে পথ দেখিয়ে চলেছে সমগ্র মানব জাতিকে। মানুষের মধ্যে যারা প্রকৃত জ্ঞানী ও অনুসন্ধানী, কেবল তারাই খুঁজে পেয়েছেন সত্যের ও শান্তির সন্ধান, খুঁজে পেয়েছেন একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে এবং জেনেছেন নিজের চিরস্থায়ী গন্তব্যের আসল ঠিকানা।

অত্যাধুনিক কম্পিউটার চালিত যান্ত্রিক সভ্যতার এ যুগে মানুষ আজ কঠিনতম বাস্তবতার শিকার। সবাই চায় সচ্ছলতা, চায় শান্তি। বস্তুত মানুষ আত্মিক শান্তির পিয়াসী এবং বেঁচে থাকার জন্য এটা অপরিহার্য। মহান আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলাম সেই অনন্ত শান্তির বাণীই প্রচার করছে। তাইতো শাশ্বত ধর্ম ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর আদর্শে মুগ্ধ হয়ে মানুষ যুগ যুগ ধরে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে আসছে।

ইংল্যান্ডের জগৎবিখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নাড শ' ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছিলেন–

"I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable to the Europ of tomorrow as it is beginning to be accepted to the Europ to today." (Genuine Islam, vol-1. 1936)

অর্থাৎ, "আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর ধর্ম ইসলাম আগামী দিনের ইউরোপবাসীদের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে। ইতোমধ্যেই আজকের ইউরোপবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেছে।"

জর্জ বার্নাডশ' আরো বলেছিলেন–

"England on particular and the rest of the western would in general are bound to embrace Islam."

অর্থাৎ, "সমগ্র পাশ্চাত্যজগৎ বিশেষ করে ইংল্যান্ড ইসলাম গ্রহণ না করে থাকতে পারবে না।"

বর্তমান বিশ্ব, বিশেষত খ্রিস্টবাদের প্রাণকেন্দ্র ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে তাকালে আমরা জর্জ বার্নাড শ'-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতা দেখতে পাবো। সত্য আর শান্তির অন্বেষায় পাগলপারা হয়ে মানুষ আজ ছুটে আসছে ইসলামের দিকে, আশ্রয় নিচ্ছে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। জার্মানি ও ফ্রান্সের মত ইসলাম বিদ্বেষী দেশে আজ মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তর জাতি। খোদ আমেরিকায় মুসলিম জনসংখ্যা আজ এক কোটির উপরে।

১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ ইং তারিখে ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত পত্রিকা "লস এঞ্জেলস টাইমস" পাশ্চাত্যে মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে একটি সবিস্তার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে–

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ইসলাম অন্যান্য ধর্মের তুলনায় সর্বাধিক দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর গড়ে কমপক্ষে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মুসলমানের সংখ্যা বাড়ছে। মুসলমানদের সংখ্যা মার্কিন ইহুদিদের ছাড়িয়ে যাবে এবং খ্রিস্টান ধর্মের পর ইসলামই হবে আমেরিকার সর্ববৃহৎ ধর্ম।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত কোন কোন মুসলিম পক্ষ লস এঞ্জেলস টাইমস-এ প্রকাশিত এ জরিপের যথার্থতার ব্যাপারে সংশয় ব্যক্ত করেছে। তাদের দাবি, এ জরিপে মুসলমানদের সংখ্যা কম করে দেখানো হয়েছে। আসলে এখনি মুসলমানদের প্রকৃত সংখ্যা ইহুদিদের চাইতে বেশি। তার পরেও যদি লস এঞ্জেলস টাইমস-এর এ প্রতিবেদনটিকেই সঠিক বলে ধরে নেয়া যায় তবুও একথা পরিষ্কার যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে গতিতে মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তা-ই পাশ্চাত্য সাংবাদিকতাকে হতচকিত করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এরই ফলে গত ২৫ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চলে বিশাল বিশাল মসজিদ নির্মিত হয়েছে। শিশু-কিশোরদের দ্বীনী শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষা কেন্দ্র। বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনের সংখ্যাও ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

ইসলামের যৌক্তিকতা, সরলতা, পাপের প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা, রোগ ও অশুচিতা, ক্ষতিকারক পানাহার, অন্ধ বিশ্বাস ও অবাস্তববাদিতা থেকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা, মনকে আল্লাহভীরু করে ইবাদতের দিকে মনোযোগ এনে মানসিক শান্তি প্রদানের ক্ষমতা– এক কথায় ইসলামের সৌন্দর্য আজ ভোগবিলাসী বস্তুতান্ত্রিক অশান্ত ও অপরিতৃপ্ত বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করছে, তাদেরকে আকর্ষণ করছে ইসলামের দিকে।

USA Today পত্রিকার ২৭ জানুয়ারি, ১৯৯৪ ইং সংখ্যার ভাষ্য–

"ইসলাম আমেরিকার জোয়ারের টানের মত প্রবল শক্তিতে কাছে টেনে নিচ্ছে। আমেরিকানরা এই সর্বজনীন বিশ্বধর্মের প্রতি ক্রমশই ঝুঁকে পড়ছে।"

লন্ডনের দৈনিক 'টাইমস' তার ৯ নভেম্বর, ১৯৯৩ ইং সংখ্যায় ব্রিটেনে ইসলামের বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। তার শিরোনাম ছিল–

"ব্রিটিশ মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করছে কেন?" নিবন্ধটিতে উপশিরোনাম দেয়া হয়েছিল **"পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলোর বৈরি আচরণ সত্ত্বেও ইসলাম পাশ্চাত্য মানসকে জয় করে চলেছে।"** নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে– 'ইদানীং যে বিপুল সংখ্যায় ব্রিটেনবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করছে, তার কোন দৃষ্টান্ত অতীতে আর দেখা যায়নি।"

লন্ডন টাইমস লিখেছে, পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলো যদিও মুসলমানদের ব্যাপারে বরাবরই নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরে, তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ অধিবাসীদের মাঝে ইসলাম গ্রহণের মাত্রা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। আরও মজার ব্যাপার হল এই যে, এসব ব্রিটিশ নওমুসলিমদের বেশির ভাগই মহিলা। পত্র-পত্রিকার খবর অনুসারে মার্কিন নও মুসলিমদের মধ্যেও পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা চারগুণ বেশি। পত্রিকার মতে– "It is even more ironic that most Brirish converts should be women, given the widespread view in the west that Islam treats women poorly."

অর্থাৎ, "এটা আরও দুঃখজনক বিষয় যে, অধিকাংশ ব্রিটিশ নও-মুসলিমই মহিলা অথচ এ মতবাদ গোটা পাশ্চাত্যে বিস্তৃত যে, ইসলাম মহিলাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে।"

পাশ্চাত্যে ইসলাম বিস্তারের এই দ্রুতগতির কারণ সম্পর্কেও পত্রিকাটি বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছে। এর মতে– যখন থেকে সালমান রুশদীর ব্যাপারে ব্যাপকভাবে

প্রচারিত হয়, তখন থেকেই মানুষের মাঝে ইসলাম নিয়ে গবেষণা করার একটা প্রেরণা সৃষ্টি হয়। অপরদিকে উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং বসনিয়ার মুসলমানদের দুরাবস্থাও মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টির একটা কারণ হয়। তা ছাড়া পাশ্চাত্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশুনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সে কারণেও অনেকে মুসলমান হয়েছে। এছাড়া ব্রিটিশ প্রচার মাধ্যমগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে লাগামহীন প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে প্রত্যেকটি ইসলামি বিষয়কেই মন্দ বলার যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছে অনেকের মনে তারও একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে তারা ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। পত্রিকাটি লিখেছে–

"Westerns despairing of the own society rising crime; family breakdown, drugs and alcoholism have come to admire the disepline and security of Islam."

অর্থাৎ, "পাশ্চাত্যের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের সমাজের প্রতি নিরাশ হয়ে পড়ছে। তাতে ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতা, পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস, মদ্যপান ও মাদকাসক্তি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। শেষ পর্যন্ত তারা ইসলাম প্রবর্তিত নিয়মশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছে।"

এঁরা কীসের লোভে বা ভয়ে মুসলমান হচ্ছেন?

বর্তমানে বিভিন্ন ধর্ম থেকে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করছেন, তারা কোন লোভে পড়ে, অত্যাচারিত হয়ে, অস্ত্রের ভয়ে বা ঝোঁকের মাথায় এটা করছেন না। বরং ব্যাপক অধ্যয়ন, গবেষণা, পর্যালোচনার পর ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করছেন। সাম্প্রতিককালে ইসলাম গ্রহণকারী অধিকাংশ নও-মুসলিমই সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি-রাষ্ট্রপ্রধান, ডক্টর, খেলোয়াড়, চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনিয়ার, ধনকুবের জমিদার, সাংবাদিক বা কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। এমনকি খ্রিস্টধর্মের ধারকবাহক অনেক বিখ্যাত পাদ্রীও বর্তমানে ইসলাম গ্রহণ করছেন। আমরা এখানে সাম্প্রতিককালে ইসলাম গ্রহণকারী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকজন ব্যক্তির নাম নিচে তুলে দিলাম যারা অস্ত্রের মুখে, লোভে পড়ে, অত্যাচারিত হয়ে বা ঝোঁকের মাথায় নয়, বরং বহু পড়ালেখা, চিন্তা গবেষণার পর ইসলামের সত্যতা প্রমাণ সাপেক্ষে মুসলমান হয়েছেন।

- তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়ারের (তাঞ্জানিয়া)
- বিশ্বখ্যাত পপ সংগীত তারকা ক্যাট্‌স স্টিভেনস (ইংল্যান্ড)
- আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ড. রোজার গারোদী (ফ্রান্স)
- শীর্ষস্থানীয় হিন্দু ধর্মগুরু ড. শিবশক্তিস্বরূপজী (ভারত)
- সুইডিস রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ কুনুত (সুইডেন)
- শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিক বিজ্ঞানী ড. আর্থার জে. এলিসন (ব্রিটেন)
- প্রখ্যাত কূটনীতিবিদ ও জার্মান রাষ্ট্রদূত ড. ওলফ্রেড হকম্যান (জার্মানি)
- আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ডা. যায়েদ ভ্যানকভ (আমেরিকা)
- কর্নেল এলবার্ট রেমস এলসি (ব্রিটেন)
- জেনারেল আনাতোলি আন্দ্রোপভ (রাশিয়া)
- আল-কুরআনের প্রখ্যাত অনুবাদক মার্মাডিউক পিকথল
- উচ্চ শিক্ষিত গোঁড়া ক্যাথলিক জে. এল. সি .ভান বীটেম (হল্যান্ড)
- গবেষক ও ধর্মপ্রচারক গ্যারী মিলার (কানাডা)
- প্রাক্তন হিন্দু পণ্ডিত হানওয়ারী লাল (পাঞ্জাব)
- মার্কিন মহাশূন্য বিজ্ঞানী জেমস আরউইন (আমেরিকা)
- যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. জন এলিসন

- ক্যাথলিক পাদ্রী মাইকেল লেলং (ফ্রান্স)
- প্রখ্যাত দার্শনিক ও অধ্যাপক ইভা দ্য ভিদ্রে মেয়েরোভিন (ফ্রান্স)
- প্রখ্যাত পুস্তক প্রকাশক মাইকেল কডকীভিচ (ফ্রান্স)
- প্রভাবশালী পাদ্রী ইলাম কার্কিস (ইরিত্রিয়া)
- প্রখ্যাত বাস্কেটবল খেলোয়াড় ক্রিস জ্যাকসন (আমেরিকা)
- লর্ড হেডলী স্যার রোল্যান্ড জর্জ অ্যালানসন (ইংল্যান্ড)
- প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাইল (ফ্রান্স)
- বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও গ্রন্থকার ড. হামিদ মার্কাস (জার্মানী)
- ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা. কোতাকী (জাপান)
- সমাজবিজ্ঞানী উইস ল জেজিরস্কি (পোল্যান্ড)
- নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ড. রউফ ফ্রিহার গন ইরেনফেল (অস্ট্রিয়া)
- ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মেজর আব্দুল্লাহ বেটারসবি (ইংল্যান্ড)
- টেক্সাসের মেয়র চার্লস এডোয়ার্ড জেনকীনস (আমেরিকা)
- বিশ্ব হেভিওয়েট রেসলিং চ্যাম্পিয়ন এনটনি এনোকী (জাপান)
- প্রখ্যাত পাদ্রী ড. দীলু সানতোষ (ফিলিপাইন)
- ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ওলাদ্যো লর্জ ওয়েলসন (ডেনমার্ক)
- অধ্যাপক ড. আইয়ুব খান ওমায়া (আমেরিকা)
- প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও গ্রন্থকার লিওপোল্ড উইস (পোল্যান্ড)
- প্রখ্যাত খ্রিস্টধর্ম প্রচারক ফাদার মার্টিন জন মাইপ পল (তাঞ্জানিয়া)
- প্রখ্যাত সমাজকর্মী টমাস ইরভিং (কানাডা)
- হিন্দু জমিদার শ্রী প্রতাপ চন্দ্র সেন (বাংলাদেশ)
- প্রখ্যাত দাওয়াতকর্মী জিয়ন ডাকলিন (কোরিয়া)
- বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারক লি হোচা (চিন)
- প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক এ. কেইন. (ইংল্যান্ড)
- ইংলিশ মুসলিম মিশনের প্রেসিডেন্ট জন ওয়েবস্টার (ইংল্যান্ড)
- বিখ্যাত কবি ও গ্রন্থকার রোল্যান্ড স্নোলিং (আমেরিকা)
- বিপ্লবী কবি লেয়ন জেমস (নিউ জার্সি)
- বিশিষ্ট পাদ্রী ও গোত্রপতি মিঃ আবুবকর কোশো (নাইজেরিয়া)
- প্রাক্তন খ্রিস্টধর্ম প্রচারক রেভালেন্ড পল (উগান্ডা)
- প্রখ্যাত গ্রন্থকার ও সংগঠন সুদর্শন ভট্টাচার্য (বাংলাদেশ)

- বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার সুরেন্দ্রনাথ রায় (বাংলাদেশ)
- আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার রাসেল ওয়েব (আমেরিকা)
- শব্দবিজ্ঞানী প্রফেসর হারুন মোস্তফা লিয়ন (ইংল্যান্ড)
- প্রফেসর রেভারেন্ড ডেভিড বেঞ্জামিন কেলদানী (ইরান)
- প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও নাট্যকার আব্দুল্লাহ আদিয়ার (ভারত)
- অধ্যাপক মাখনলাল ধর (বাংলাদেশ)
- বিখ্যাত গ্রন্থকার উইলিয়াম বার্চেল পিকার্ড (ইংল্যান্ড)
- বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ ও ধর্মপ্রচারক মোহাম্মদ আমান হবম (জার্মানি)
- মানব জাতিতত্ত্ব বিশারদ মোহাম্মদ সুলাইমান তাকীউচী (জাপান)
- রাষ্ট্রনায়ক স্যার জালালউদ্দীন লডার ক্রুনটন (ইংল্যান্ড)
- অধ্যাপক ড. জুলিয়াস জার্মানাস পি. ডি (হাঙ্গেরী)
- চন্দ্র বিজয়ী নীল আর্মস্ট্রং (আমেরিকা)
- নৃতত্ত্ববিদ প্রফেসার আর. এল. মেল্লামা (হল্যান্ড)
- ড. রামদাস পি. এইচ. ডি.
- অধ্যাপিকা ড. বারবারা নেলসন (ইংল্যান্ড)
- অধ্যাপক ড. যিয়াউর রহমান আযমী পি.এইচ (ভারত)
- প্রিন্সেস জাবিদ এস. বানু (ভারত)
- অধ্যাপক ব্ল্যাঙ্কিন শিপ (আমেরিকা)
- ডা. মীর্জা দেহলীন (আমেরিকা)
- ধনকুবের লর্ড ওয়ার্সলে (লন্ডন)
- প্রফেসর ইয়াকুব জাকী (ব্রিটেন)
- ডা. হিরু ফুজী মাসু (জাপান)
- কনসালটিং ইঞ্জিনিয়র ডেভিড মার্ক প্যাডকক (ব্রিটেন)
- ডাঃ শওকী ফুতাকী (জাপান)
- ডাক ও তার মন্ত্রী জোশিরো কুমিয়ামা (জাপান)
- মনোবিজ্ঞানী ইব্রাহীম জোরার্ড (আমেরিকা)
- বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা চ্যাম্পিয়ন ড. ক্যাসিয়াস ক্লে (আমেরিকা)
- ওকীং স্পিরিচুয়ালিস্ট চার্চের প্রেসিডেন্ট জর্জ ফাউসার (ইংল্যান্ড)
- এডভোকেট কে. এল. গউবা বার এট. ল. (ভারত)
- কর্নেল ডোনাল্ড এস. রকওয়েল (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

- ড. মালিক রাম (ভারত)
- প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক শায়খ আহমদ দীদাত (দক্ষিণ আফ্রিকা)
- শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক শ্রী দুর্গাপ্রসাদ দেশমুখ (ভারত)
- রাজকুমার শ্রী বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী (বাংলাদেশ)
- বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা চ্যাম্পিয়ন মাইক টাইসন (আমেরিকা)
- প্রখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ নেতা ম্যালকম এক্স (আমেরিকা)
- ব্ল্যাক পান্থার পার্টির নেতা এইচ. র‍্যাপ ব্রাউন (আমেরিকা)
- আফ্রিকা ও পশ্চিম এশীয় খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থার প্রধান পাদ্রী ইসহাক
- আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্লস মুনএম (আর্জেন্টিনা)
- প্রখ্যাত আর্চ-বিশপ হাজী আবুবকর (তানজানিয়া)
- লেবার পার্টির বিশিষ্ট নেতা জন স্ট্রাস্কাট (ইংল্যান্ড)
- ডা. মারিয়া (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
- পাঁচটি ভাষার পারদর্শী সাংবাদিক মিত্রসূতারো ইয়ামাওকা (জাপান)
- বিখ্যাত ব্যবসায়ী বুম্পাচিরো আরিজা (জাপান)
- উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজ মিসেস সানথা (গ্রেট ব্রিটেন)
- মার্কিন যুবতী বার্টন ক্যালী (আমেরিকা)
- বিশ্ব চার্চ পরিষদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব
- মঁসিয়ে ফ্রেডারিন ডোলামার্ক (দক্ষিণ আফ্রিকা)
- কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার মিঃ আব্দুর রহিম মারটিনি
- রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ইসা ম্যানুয়েল ম্যাকলালেদ (ফিলিপাইন)
- শীর্ষস্থানীয় খ্রিস্টান পাদ্রী ইসা (বুলগেরিয়া)
- সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মার্ক এ্যান্টিনিও ওটার্স (আমেরিকা)
- সাবেক খ্রিস্টান, ধর্মযাজক মিঃ সাঈদ ফাকাদ্‌ (ইথিওপিয়া)
- উচ্চ শিক্ষিত খ্রিস্টধর্ম প্রচারক সালেহ আল সুলায়মান (ম্যানিলা)
- সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা অধ্যাপক হেনরী স্প্রোগ (ফ্রান্স)

স্থানাভাবে এখানে সাম্প্রতিককালে ইসলাম গ্রহণকারী মাত্র কয়েকজন মনীষীর কেবল নাম পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হল।

অমুসলিমদের সঙ্গে নবীজি ﷺ-এর উদার ব্যবহার

রাহমাতুললিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ ﷺ মুসলমানদের সাথে যেমন ভাল ব্যবহার করতেন, তেমনি ভাল ব্যবহার করতেন অমুসলিমদের সাথেও। যে সব কাফির ক্রমাগত বিশ বছর তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন ও নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল, পরবর্তীতে সেই কাফিররাই যখন পরাজিত অপরাধী হিসেবে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল, তখন তিনি তাদেরকে কৃতকর্মের শাস্তি দান তো দূরের কথা, তাদের অতীত অপকর্ম সম্পর্কে একটি কথাও তাদেরকে জিজ্ঞেস করেননি। অথচ তারা তখনো কুফরীতেই লিপ্ত ছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল খুনী, সন্ত্রাসী ও নিরপরাধ মুসলমানদের ওপর নির্যাতনকারী। নিচে এ সম্পর্কিত কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হল।

আবু জাহল-এর ছেলের সঙ্গে

ইসলামের অন্যতম শত্রু আবু জাহলের ছেলের নাম ছিল ইকরামা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সেও তার পিতার মতই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোরতর শত্রু ছিল। মক্কা বিজয়ের সময় সে সেখান থেকে পালিয়ে ইয়ামামায় চলে যায়। কিন্তু তার স্ত্রী ইতিপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সে ইয়ামামা গিয়ে স্বামীকে অভয় দেয় এবং তাকে ইসলামে দীক্ষিত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির করে। ইকরামার আগমনে প্রিয়নবী ﷺ আনন্দের আতিশয্যে উঠে দাঁড়িয়ে এমন দ্রুতবেগে তার দিকে ধাবিত হন যে, তাঁর চাদরটি তখন কাঁধ থেকে খসে পড়ে মাটিতে গড়াচ্ছিল। তিনি এই বলে ইকরামাকে সাদর সম্ভাষণ জানান, 'হে প্রবাসী আরোহী! তোমার আগমন শুভ হোক।"

আবু সুফিয়ান-এর সঙ্গে

বদর যুদ্ধ থেকে শুরু করে মক্কা বিজয় পর্যন্ত অধিকাংশ যুদ্ধেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবু সুফিয়ান ছিল সক্রিয়। কিন্তু মক্কা বিজয়কালে সে মুসলমানদের হাতে বন্দি হলে পর হযরত আব্বাস (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এনে হাজির করেন। তখন রাহমাতুললিল আলামীন ﷺ তার সঙ্গে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করেন। যদিও হযরত ওমর (রা) আবু সুফিয়ানের অতীত অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিবৃত্ত করে আবু

সুফিয়ানকে পূর্ণ নিরাপত্তা দান করেন এবং তার গৃহকে মক্কার কাফিরদের 'নিরাপদ আশ্রয়বলে ঘোষণা করেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের আশ্রয় নেবে তার অপরাধই ক্ষমা করে দেয়া হবে।

এক গুপ্তচর

ফুরাত ইবনে হাইয়ান নামক এক ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করত। আবু সুফিয়ান তাকে এই কাজে নিযুক্ত করেছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করে বেড়াতো। একদা সে মুসলমানদের হাতে ধরা পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। সাহাবীরা এই আদেশ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে রওনা হন। পথে আনসারদের একটি বসতি অতিক্রম করার সময় ফুরাত উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললো, আমি একজন মুসলিম। তখন জনৈক আনসারী এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে ঐ সংবাদ দিলে তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে যাদের ঈমানের বিষয়টি আমি তাদের উপরই ছেড়ে দিয়েছি এবং ফুরাত ইবনে হাইয়ান তাদেরই একজন।"

মক্কার মুয়াযযিন হলেন মাহজুরা

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত বিলাল (রা) যখন কা'বার নিকটবর্তী পর্বত-শৃঙ্গে দাঁড়িয়ে আযান দিচ্ছিলেন, তখন আবু মাহজুরাসহ কতিপয় কাফির যুবক ব্যঙ্গ করে হযরত বিলালের আযান নকল করছিল। আবু মাহজুরা ছিল সুললিত কণ্ঠের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে তার আওয়াজ পৌঁছামাত্র তিনি ঐ যুবকদের ডেকে পাঠালেন। সকলে হাযির হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে সেই ব্যক্তি যার কণ্ঠস্বর আমি এইমাত্র শুনতে পেলাম? তারা তখন মাহজুরার দিকে ইঙ্গিত করল। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু মাহজুরা ব্যতীত অপর সকলকে ছেড়ে দিলেন।

পরবর্তীতে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত আবু মাহজুরা (রা) বলতেন, একে একে সবাই চলে যাওয়ার পর যখন আমি একাকী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল যে, তিনি বরং আমাকে হত্যা করার নির্দেশ দেবেন। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। তিনি বরং আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন 'আযান দাও'। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আযান দিলাম। আমার আযান শেষ হলে পর তিনি সস্নেহে আমার মাথায়, ললাটে এবং বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ্ একে বরকত দান করুন।"

হযরত আবু মাহজুরা (রা) বলেন, "ইতিপূর্বে আমার অন্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ছিল। কিন্তু তাঁর পবিত্র হাতের পরশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই ঘৃণা এক অনুপম ভালবাসায় রূপান্তরিত হল। এ সময় আমি নিজেই তাঁর খিদমতে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে মক্কার মুয়াযযিন নিয়োগ করুন।" আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন বললেন, "হ্যাঁ আমি তোমাকে মক্কার মুয়াযযিন নিয়োগ করলাম।"

পরে বিষয়টি সম্পর্কে আমি মক্কার আমিরকে অবহিত করে নিয়মিত আযান দিতে লাগলাম এবং মক্কাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলাম। অতঃপর আমি আমার জীবনের দীর্ঘ সময় এই খিদমতেই নিয়োজিত ছিলাম। হযরত আবু মাহজুরা হিজরি ৫৯ সালে মক্কাতেই ওফাতপ্রাপ্ত হন।

সুমামা ইবনে আসাল

মক্কা বিজয়ের পর একে একে আরবের সব গোত্রই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। যে গোত্রটি সর্বশেষ অবস্থায়ও ইসলাম গ্রহণ করল না, তারা হানীফা গোত্র। নবুওয়তের মিথ্যা দাবিদার মুসায়লামা কাযযাবও ছিল ঐ গোত্রভুক্ত। সুমামা ইবনে আসাল ছিল ঐ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ঘটনাক্রমে সে মুসলমানদের হাতে বন্দি হয় এবং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এনে হাযির করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেন।

পরের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে গমন করে সুমামার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে সে জবাব দিল, "হে মুহাম্মদ! তুমি যদি আমাকে হত্যা কর তবে একজন খুনীকেই হত্যা করবে, আর যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, তবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ওপরই তোমার অনুগ্রহ করা হবে। পক্ষান্তরে আমার মুক্তির জন্য যদি কোন বিনিময় দাবি কর, তাহলে তা করতে পার। আমি তোমার দাবি অবশ্যই পূরণ করব।" রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তার কথার কোন জবাব না দিয়ে নীরবে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। দ্বিতীয় দিনেও উভয়ের মধ্যে ঐ একই ধরনের কথা হল। তৃতীয় দিনেও যখন সুমামা ঐ একই কথা বলল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বাঁধন খুলে দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দেন। সুমামার ওপর এই অপ্রত্যাশিত করুণার এমনি প্রভাব পড়ল যে, মুক্ত হওয়ার পর সে নিকটবর্তী একটি বৃক্ষের আড়ালে গিয়ে গোসল করল এবং মসজিদে নববীতে ফিরে কালিমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর সে পিয়ারা নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল! এতদিন দুনিয়াতে আপনিই আমার কাছে সব চাইতে ঘৃণ্য ব্যক্তি

ছিলেন, কিন্তু আজ আমার কাছে আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ নেই। এতদিন আমার কাছে আপনার ধর্মই ছিল সব চেয়ে নিকৃষ্ট ধর্ম, কিন্তু আজ তা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ধর্ম। এতদিন আপনার শহরটি আমার কাছে সব চেয়ে অপ্রিয় জনপদ, কিন্তু আজ তা আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয় জনপদ।

ঐ সময় মক্কার যাবতীয় খাদ্যশস্য আমদানি হত ইয়ামামা শহর থেকে। আর সুমামা ইবনে আসাল ছিলেন তখন ইয়ামামার নগরপতি। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মক্কায় গেলে সেখানকার কুরাইশরা তাকে স্বধর্ম ত্যাগের কারণে ধিক্কার দিতে থাকে। তাদের ঐ আচরণে সুমামা অত্যন্ত আঘাত পান এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেন, "আল্লাহ্‌র শপথ! এখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি ব্যতীত গমের একটি দানাও ইয়ামামা থেকে মক্কায় রফতানি করা হবে না।" অতঃপর সত্যি সত্যি তিনি মক্কায় শস্য রফতানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন।

এই পরিস্থিতিতে মক্কায় ভয়াবহ খাদ্য সংকট দেখা দেয়। মক্কাবাসীরা কিছুতেই এই সংকটের কোন সমাধান করতে পারছিল না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তারা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরণাপন্ন হয়। মক্কার অধিবাসীদের খাদ্য সংকটের সংবাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে করুণার উদ্রেক হয় এবং তিনি হযরত সুমামাকে বলে পাঠান, এই খাদ্য অবরোধ উঠিয়ে নাও। পিয়ারা নবীর ঐ নির্দেশ পাওয়ার পর সুমামা পুনরায় মক্কায় খাদ্য রফতানি শুরু করেন।

মুনাফিকদের প্রতি উদারতা

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল সারাটা জীবনই মুনাফিকীতে লিপ্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কোন সুযোগই সে হাতছাড়া করত না। কুরাইশ কাফিরদের সঙ্গে এ ব্যাপারে তার গোপন পত্রালাপও চলত। আর তারই জের হিসেবে ওহুদ যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে তার বিপুল সংখ্যক অনুসারীসহ মুসলমানদের পক্ষ ত্যাগ করে মদিনায় ফিরে এসেছিল। হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনায় এই মুনাফিকই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে উক্ত মুনাফিক নেতার এতসব শত্রুতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছেন। এই দুরাচারী যখন মৃত্যু ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তখন তার খোঁজখবর নেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে নিবেদন করেছিল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার অন্তিম বাসনা, আপনার পরিধেয় একটি জামা আমাকে দান করুন, যেন তাতে জড়িয়ে আমাকে দাফন করা হয়। আরো একটি অন্তিম বাসনা, আপনি স্বয়ং আমার জানাযা পড়াবেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই-এর সকল বাসনাই পূরণ করেছিলেন। অথচ তার অতীত কার্যকলাপ উল্লেখ করে হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তার জানাযা হতে বিরত থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর অনুরোধের জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, "আমাকে যদি এ কথা বলা হত যে, আব্দুল্লাহ বিন উবাই-এর জন্য সত্তর বার মাগফিরাতের দু'আ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, তাহলে আমি তার চেয়েও অধিক কিছু করতাম।"

মুনাফিক সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই উদারতা দেখে অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের এতসব অন্যায় আচরণ অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই সদয় আচরণের ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, অতঃপর তারা নিজেদের কৃত অপরাধের জন্য তওবা করে প্রকৃত অর্থেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

হযরত আবু যর গিফারী (রা)

হযরত আবু যর গিফারী (রা) নিজের কুফরী সময়কালীন এক ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, মদিনায় একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। রাতে তাঁর ঘরের সব বকরির দুধ একাই পান করে ফেললাম। ফলে এই রাতে নবী করীম ﷺ পরিবারের সকলকে অভুক্ত থাকতে হয়েছিল।

হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর মা

হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর মা ছিলেন কাফির। তিনি আপন ছেলের সঙ্গেই মদিনায় বসবাস করতেন এবং আপন অজ্ঞতার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে নানা ধরনের বিরূপ মন্তব্য করতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) পিয়ারা নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে এসে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপন মাতার এই দুরাচারের কথা বর্ণনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনে রাগান্বিত হওয়ার পরিবর্তে বরং তার হিদায়াতের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন।

এক কাফিরের আতিথেয়তা

অনুরূপ অপর এক ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছিলেন, "এক রাতে জনৈক কাফির রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আতিথ্য গ্রহণ করল। তিনি একটি বকরির দুধ এনে তার সামনে হাযির করলেন। সে ওটা পান করে আরো দুধ চাইল। তিনি আরেকটি বকরির দুধ নিয়ে এলেন। কিন্তু তাতেও সে তৃপ্ত হল না। আরো দুধ চাইল। এভাবে একে একে ঘরের সাতটি বকরির সমুদয় দুধ সে পান করে তবে ক্ষান্ত হল।"

মূলত সে উদ্দেশ্যেমূলকভাবেই এরূপ করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কুমতলব টের পাচ্ছিলেন। তবুও তিনি আপন উদারতার কারণে তাকে কিছুই বলেন নি। এর ফল হল এই যে, ইসলামের নবীর এই অনুপম উদারতায় মুগ্ধ হয়ে সে আল্লাহ্‌র দ্বীন গ্রহণ করে ধন্য হল।

সাধারণ ক্ষমা

মক্কার কুরাইশরা সত্যের পথ প্রদর্শক মহানবী ﷺ-কে যেভাবে কষ্ট দিয়েছে তা কারো অজানা নেই। এই জালিমরা মহানবী ﷺ-এর ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ করেছে। নানাবিধ গালিগালাজ করেছে। চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে। পরিশেষে মহানবী ﷺ এই জালিমদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশে স্বীয় জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মদিনা শরীফে এসে ইসলাম প্রচারের নতুন কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সেখানেও মহানবী ﷺ-কে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেয়া হয়নি। তারা মদিনার উপরও বার বার আক্রমণ চালান। এই সব যুদ্ধে মহানবী ﷺ-এর বহু বন্ধু ও প্রিয়জন শহীদ হয়েছেন। মক্কায় যাঁরা ইসলাম প্রচারে সহযোগী ছিলেন তাঁদের ওপরে নানাবিধ জুলুম-অত্যাচার করা হয়েছে। যেদিন মহানবী ﷺ বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন সেদিন মক্কার পাপিষ্ঠ কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে অপরাধীরূপে মহানবী ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছিল। যারা মহানবী ﷺ-কে নানাবিধ গালিগালাজ করেছিল এবং ইসলামকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। হযরত বিলাল (রা)-এর গলায় রশি লাগিয়ে যারা রাস্তায় রাস্তায় টেনেছিল, যারা ইসলাম ও ইসলামের আহ্বায়ককে নানাবিধ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, যারা বক্তৃতার সময় মহানবী ﷺ-এর ওপর পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর পবিত্র জুতা রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছিল, তারা সকলেই অপরাধীর মধ্যে শামিল ছিল। সমস্ত অপরাধীই তখন ভয়ে ছিল কম্পমান। তারা নিজ নিজ অতীত কর্মের কথা স্মরণ করে লজ্জিত ছিল। মহানবী ﷺ না হয়ে অন্য কোন বিজয়ী সেনাপতি হলে ইসলামের ঘৃণিত এসব শত্রুকে হত্যা করতে দ্বিধা করত না। তিনি হয়ত বা কাউকেও ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাতেন, কাউকে হয়ত বা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে মারতেন পরাজিত শত্রুর ওপর বিজয়ীদের নির্মম ও ধ্বংসের কাহিনীর ভুরি ভুরি প্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু মক্কাবিজয়ী মহানবী ﷺ প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তিনি ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাবার কোন ফরমান জারি করেননি, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবার কোন নির্দেশ দেননি। প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জন্য হত্যা করেননি তাদের শিশুদের; বরং সকলের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। দয়ালু নবীর পক্ষ হতে ফরমান জারি হল–'তোমরা আজ সকলে নিরপরাধ। তোমরা সকলে মুক্ত। তোমরা নিজ নিজ গৃহে চলে যাও।'

সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশ জারি করলেন, সাবধান! যে লোক অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করবে, তাকে হত্যা করবে না। যে লোক কা'বা ঘরের মধ্যে অথবা আবু সুফিয়ান ও হাকীম বিন হাযমের ঘরে প্রবেশ করবে, তাদেরকেও হত্যা করবে না। পলায়নপর ব্যক্তিদের পশ্চাদ্ধাবন করবে না। আহত ও বন্দিদেরকেও হত্যা করবে না।

পুনরায় আল্লাহ্র সত্যনবী সমস্ত অপরাধীর প্রতি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং সকলের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করে বললেন :

'লা তাসরীবা আলাইকুমুল ইয়াওমা ইযহাবু ফাআনতুমুত তুলাকাউ' – তোমরা আজ সকলে নিরপরাধ, তোমরা আজ মুক্ত, তোমরা নিজ নিজ ঘরে চলে যাও।

এক ইহুদির জানাযা

নবী করীম ﷺ-এর কাছ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তা' দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁকে বলা হল– ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, এতো এক ইহুদির লাশ। তিনি বললেন, কেন ইহুদি কী মানুষ নয়? ইসলামে তো মানুষ মাত্রেরই একটা মান ও মর্যাদা আছে।

মসজিদে ইহুদির পেশাব

হযরত নবীপাক ﷺ এবং তাঁর খলিফাগণ তাঁদের মহান জীবনের প্রতি পদক্ষেপ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে সব অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার দ্বিতীয় কোন নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। একবার এক ইহুদি মসজিদে ঢুকে পেশাব শুরু করল। সাহাবায়ে কেরাম (রা) তাকে বাধা দিতে উদ্যত হলেন। হুজুর ﷺ তাঁদেরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন– 'ওকে বাধা দিও না, পেশাক করতে দাও। তা'না হলে যে ওর পেশাবের রোগ হয়ে যাবে।'

পেশাব করা শেষ হলে হুজুর ﷺ ইহুদিকে আদর করে কাছে ডেকে বুঝিয়ে বললেন– 'এটা আমাদের মসজিদ। এখানে আল্লাহ্র ইবাদত করা হয়। এখানে পেশাব করতে নেই।' হুজুরে পাক ﷺ-এর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ইহুদি মুসলমান হয়ে গেল।

বিধর্মী মেহমানের পায়খানা পরিষ্কার

আরেকবার এক বিধর্মী হুজুর ﷺ -এর মেহমান হল। হুজুর ﷺ খুব যত্ন সহকারে তার মেহমানদারি করলেন। রাতের বেলা লোকটি বিছানায় পায়খানা করে রেখে পালিয়ে গেল। পরদিন হুজুর ﷺ নিজ হাতে সব কাপড়গুলো ধুলেন। একটুও বিরক্ত হলেন না।

Contents

'আল্লাহ্' শব্দে দাসুর-এর হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল

মহানবী ﷺ একদিন একটি গাছের তলায় ঘুমিয়েছিলেন। এই সুযোগে দাসুর নামে একজন শত্রু তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। শোরগোল করে সে মহানবী ﷺ-কে ঘুম থেকে জাগাল।

মহানবীর ঘুম ভাঙলে চোখ খুলে দেখলেন, একটা উন্মুক্ত তরবারি তাঁর ওপর উদ্যত।

ভয়ানক শত্রু দাসুর চিৎকার করে উঠল, 'এখন আপনাকে কে রক্ষা করবে?'

মহানবী ﷺ ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আল্লাহ্!'

শত্রু দাসুর মহানবীর ﷺ এই শান্ত গম্ভীর কণ্ঠের 'আল্লাহ্' শব্দে কেঁপে উঠল। তার কম্পমান হাত থেকে খসে পড়ল তরবারি।

মহানবী ﷺ তার তরবারি তুলে নিয়ে বললেন, 'এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে দাসুর?' সে উত্তর দিল, 'কেউ নেই রক্ষা করার।'

মহানবী ﷺ বললেন, 'না, তোমাকেও আল্লাহ্ই রক্ষা করবেন।' এই বলে মহানবী ﷺ তাকে তার তরবারি ফেরত দিলেন এবং চলে যেতে বললেন।

বিস্মিত দাসুর তরবারি হাতে চলে চলে যেতে গিয়েও পারল না। ফিরে এসে মহানবীর হাতে হাত রেখে পাঠ করল : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

তথ্যসূত্র ঃ ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ভুল ধারণা– আব্দুল্লাহ মামুন আরিফ আল-মান্নান।

সমাপ্ত